ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 July, 2024 ■ আগরতলা ১২ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ২৭ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষন ঘোষণা হতেই

রাজনৈতিক সংঘর্ষে তপ্ত রাজ্য

বামেদের মনোনয়নপত্র জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ও প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা উঠে এলো। সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন কংগ্রেসের কর্মী। এমনই অভিযোগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শাসকদলের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে ধরেন কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা জারিতা লাইতফালাং, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক মুহুর্তে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে বেশ কয়েকজন ভোটার কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন।

সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, রাজ্যে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত। নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যজুড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন কংগ্রেসের কর্মীরা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বারবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস কোন সদুত্তর পায়নি। এই অবস্থায় রাজ্যে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যার ফলে এই নির্বাচনে গণতন্ত্র কতটুকু রক্ষা হবে তা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি আরো জানান, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢুকলি

আর ডি ব্লকে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কংগ্রেস দলের তরফে দুই কর্মী গৌতম সাহা এবং মাখন বনিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিটিং এর শেষে বেরিয়ে আসতেই তাদের দুজনকে ধরে মারধর করা হয়। তাদের বাইক ভেঙে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনায় অভিযোগের তীর শাসকদলের কর্মীদের দিকে। এছাড়াও গোমতী জেলার তেপানিয়াতেও একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সেখানে বৈঠক চলাকালীন হল ঘরে প্রবেশ করে কংগ্রেস কর্মীদের মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়।

রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ১০০ু জয় চাই বিজেপির। রাজ্য প্রধান যখন এ ধরনের কথা বলছেন তখন রাজ্যে গণতন্ত্র কতটুকু রয়েছে সেটা আরো একবার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিরোধী দলের অস্তিত্বকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে শাসক দল। হামলা হুজ্জতি মারধর করে বিরোধীদের লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কাজেই অন্যান্য নির্বাচন গুলির মতো এই নির্বাচনেও সাধারণ মানুষ কতটুকু ভোটদান করতে পারবেন সেটা নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক।

এছাড়াও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ সহ একাধিক ইস্যুতে কথা বলেন তিনি এদিন। তিনি বলেন রাজ্যের বাজার গুলিতে দ্রব্যমূল্য হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোন পদক্ষেপ নেই। সাধারণ মানুষ একপ্রকার অনাহারে দিন অতিবাহিত করার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্লাব সম্পাদক হত্যার মূল অভিযুক্তকে গুয়াহাটি থেকে রাজ্যে নিয়ে এল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। অবশেষে ভারতরত্ন ক্লাব সম্পাদক হত্যাকান্ডে গৌহাটি থেকে মূল অভিযুক্ত রাজু বর্মনকে আজ রাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দরে আজ দুপুর নাগাদ রাজু বর্মনকে নিয়ে আসা হয়। আজকেই তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। উল্লেখ্য, গতকাল ত্রিপুরা পুলিশের টিম তাকে বাকো থানার অন্তর্গত ছাতাবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা রাতে দুষ্কৃতিদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছওল ভারতরত্ন সংঘের সাধারণ সম্পাদককে। রাজধানীর বনেদি ক্লাব উষা বাজার ভারতরত্ন সংঘের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক দুর্গা প্রসন্ন দেব ওরফে ভিকিকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছিল বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত শালবাগান এলাকায়। তার মাথায় একটি গুলি লেগেছিল। তড়িঘড়ি তাকে আইএলএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে।

এদিকে ভিকির পরিবারের অভিযোগ ছিল ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত রয়েছে।

মৃতের স্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, এদিন সন্ধ্যায় তিনি তাদের সন্তানকে নিয়ে ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ তিনি তার স্বামীকে ফোন করলে তিনি জানিয়েছেন, বিমান দাস নামে এক ব্যক্তি গাড়ি পাঠিয়েছেন, তার বাড়ির উদ্দেশ্যেই যাচ্ছেন তিনি। তারপর থেকে তার ফোন বন্ধ আসে। কিছু সময় পরে খবর আসে ভিকি গুলিবিদ্ধ হয়েছে।তাঁর আরো অভিযোগ, রাজু বর্মন তার স্বামীকে হত্যা করেছে। রাজু বর্মন এবং বিমান দাসের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন মৃত ভিকির স্ত্রী। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছিল পুলিশ।

তারপর পুলিশি তদন্তে দুর্গা প্রসন্ন দেব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন, প্রদ্যুৎ ধর চৌধুরী, কলেজ পড়ুয়া সুস্মিতা সরকার(২২) এবং সানি সাহা। প্রদ্যুৎ উষাবাজার ভারতরত্ন সংঘ ক্লাবের পূর্বতন কমিটির সভাপতি ছিলেন। আজ হত্যাকান্ডপর মূল অভিযুক্ত রাজু বর্মণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মহারাজগঞ্জ বাজারে সদর এনফোর্সমেন্ট টিমের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। আলু এবং পেঁয়াজের দ্রব্যমূল্যে হ্রাস টানতে সদর এনফোর্সমেন্ট টিমের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালানো হয়। খাদ্য দপ্তর ও লিগ্যাল মেট্রলজি সেলের যৌথ উদ্যোগে এদিনের এই অভিযানটি হয়েছে।

মূলত আলু ও পেঁয়াজের প্রথম স্তরের যারা বিক্রেতারা রয়েছেন তাদের দোকানে এদিন অভিযান চালানো হয়েছে। রাজ্যের বাজার গুলিতে মূলত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই এ ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

এদিন মহারাজগঞ্জে বাজারের বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে একটি দোকানে বিক্রিকৃত জিনিসের দামের মধ্যে অসামঞ্জসতা লক্ষ্য করেছে আধিকারিক। সঙ্গে সঙ্গে ওই দোকানের মেমো বুক জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসকের অসহযোগিতার অভিযোগে উত্তপ্ত গোটা জিবি হাসপাতাল চত্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ফের চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ এনে উত্তেজিত জিবিপি হাসপাতাল। গুরুতর অসুস্থ রোগীকে চিকিৎসা করতে অনীহা প্রকাশ করেন চিকিৎসক। এমনই অভিযোগ রোগীর পরিবারের সদস্যদের। আর তাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতালের পরিবেশ।

ঘটনার বিবরণের প্রকাশ, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সিধাই মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল প্রেসিডেন্ট ধীরেন্দ্রদেবনাথ। চিকিৎসকরা তাকে এক্সরে করার জন্য বললে তাকে এক্সরে করাতে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু সেখানে লোক ভিড়ে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

তখন ধীরেন্দ্র দেবনাথ এর ছেলে তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে হাসপাতালের এক চিকিৎসককে ডেকে আনতে চান। কিন্তু চিকিৎসক তখন সাফ জানিয়ে দেন এক্সরে বিভাগে গিয়ে তিনি চিকিৎসা করতে পারবেন না। রোগীর পরিবার চিকিৎসককে বলেন, রোগী ধীরেন্দ্র দেবনাথ হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন তাই ওনাকে নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। যেকোনা অঘটন এড়াতে চিকিৎসক যেন তাদের সঙ্গে যান তার জন্য আবেদন করেন রোগের পরিবার-পরিজনেরা। কিন্তু তখনই রোগীর পরিবারের উপর ক্ষিপ্ত হন চিকিৎসক, এমনই অভিযোগ রোগীর পরিবারের লোকজনদের। তাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল। চিকিৎসক এবং রোগীর পরিবারের মধ্যে এক প্রকার ঝামেলা বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছুটে আসে পুলিশ। গুরুতর অসুস্থ রোগীকে পরিষেবা প্রদান করতে বলায় চিকিৎসকের এ ধরনের আচরণে ফের হাসপাতালে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জুলাই।। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক পাম্প অপারেটরের। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে। তার নাম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা।

যাত্রীবাসের ধাক্কায় মৃত দুই আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে ত্রিমুখী যান সংঘর্ষে দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে, অপর একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। পুলিশ ও দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ এবং আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের বিশালগড়ে যাত্রীবাহী বাস গাড়ির সাথে বাইক এবং স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত বিএসএফের তথ্য

রাজ্যে ৬০ কোটির অধিক মাদক ও পাচার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, ৩৮৪ জন অনুপ্রবেশকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। ত্রিপুরায় সীমান্তে অপরাধ ঠেকাতে বিএসএফ সর্বতো প্রয়াস জারি রেখেছে বলে দাবি করেছে। তাতে, চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত ৬০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের মাদক ও বিভিন্ন পাচার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনুপ্রবেশের দায়ে চলতি বছরে ৩৮৪ জন বাংলাদেশী ও ভারতীয় নাগরিক এবং রোহিঙ্গাকে জালে তুলতে পেরেছে। এক প্রেস বিবৃতিতে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার এই তথ্য দিয়েছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের দাবি, চলতি বছরে ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ২৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাতে, ২৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ৫,০৩,৬৭৪টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৪ হাজার ২৫০ টাকা মূল্যের ৬,৮২৬.২৫ কেজি গাঁজা, ১ কোটি ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৫৬ টাকা মূল্যের ৫১,৯৬৪ বোতল ফেন্সিডিল এবং ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ২০০ টাকা মূল্যের ৪,৭৯৬ বোতল বিলেতি মদ রয়েছে। সাথে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫০ টাকা মূল্যের ৯৩০টি গবাদী পশু, ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৮২৮ টাকা মূল্যের ৪৬৬.২৬ গ্রাম স্বর্ণ এবং ২৮ কোটি ২৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৩১ টাকা মূল্যের অন্যান্য পাচার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৬০ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫ হাজার ৩১৫ টাকা মূল্যের মাদক ও বিভিন্ন পাচার সামগ্রী ওই সময়ের মধ্যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, বিএসএফ দাবি করেছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আরও দাবি, চলতি বছরে ৩৮৪ জন বাংলাদেশী ও ভারতীয় নাগরিক এবং রোহিঙ্গাকে অনুপ্রবেশের দায়ে আটক করা হয়েছে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যে বিএসএফ জানিয়েছে, ওই ৩৮৪ জনের মধ্যে ২০৮ জন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা২৬৯ ▫ ১২ জুলাই ২০২৪ ইং▫ ২৭ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা দিবসের ভাবনা

প্রতি বছর ১১ জুলাই দিনটি পালন করা হয় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে। ১৯৮৯ সালে ইউনাইটেড নেশনস বিশ্বব্যাপী ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯০ সালের ১১ জুলাই প্রথম বারের মতো ৯০টি দেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের কেন্দ্রীয় থিম, ”লিঙ্গ সাম্যই শক্তি”। নারী এবং শিশুকন্যার স্বাধীনতা, অধিকারের ইস্যুটিকে মাথায় রাখিয়াই এই বিশেষ থিম। বিশ্বজুড়িয়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং পরিবেশের ওপর তাহার প্রভাব নিয়া মানুষকে সতর্ক এবং সচেতন করাই এই দিন পালন করিবার মূল উদ্দেশ্য। দ্রুত বাড়িতেছে জনসংখ্যা। তাহার ভালো-মন্দ এবং অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতে প্রতি বছর ১১ জুলাই ‘বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস’ পালন করা হয়। মারাত্মক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এর ফলে নষ্ট হইতেছে স্থিতাবস্থাও। পাশাপাশি অবনতি হইতেছে মহিলাদের স্বাস্থ্যেরও।১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচির তৎকালীন গভর্নিং কাউন্সিল এই দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১১ জুলাই, ১৯৯০ তারিখটি থেকে ৯০টিরও বেশি দেশে প্রথম এই দিনটি পালিত হয়। তাহার পর থেকে, সরকার ও সুশীল সমাজের সহযোগিতায় ইউএনএফপিএ জাতীয় অফিসের পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করিয়া আসিতেছে।এই বছরের থিম হইল ‘৮ বিলিয়নের বিশ্ব: সকলের জন্য একটি স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যৎ’। পৃথিবীতে বর্তমানে ৮ বিলিয়ন মানুষ বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সবার সমান অধিকার এবং সুযোগ নেই।বহু মানুষ তাঁদের লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণী, ধর্ম, যৌন অভিমুখ, অক্ষমতা এবং নাগরিকত্বের উপর ভিত্তি করিয়া বৈষম্য, হয়রানি এবং হিংসার সম্মুখীন হন। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বহু জায়গাতেই মানবাধিকারও খর্সব হয়। এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতেই দিনটি পালন করা হয়।সারা বিশ্বে এদিন নানা ধরনের সেমিনার, আলোচনাসভা, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, নানা ধরনের প্রতিযোগিতা, স্লোগান, কর্মশালা, বিতর্ক, গান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।বর্ধিত জনসংখ্যা দিনে দিনে এ বিশ্বের মাথা ব্যথার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। জনসংখ্যা অনেকগুলি ক্ষেত্রে মানবসভ্যতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলিয়া দেয়। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলারই দিন আজ। ’

ওএমআর দুর্নীতির খোঁজে অব্যাহত সিবিআই-এর তল্লাশি অভিযান

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি স): কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর মঙ্গলবার থেকেই ওএমআর দুর্নীতির খোঁজে অভিযানে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দুই দিন সাড়ে উনিশ ঘণ্টা তল্লাশি চালানোর পর বৃহস্পতিবারেও সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে হানা দেয় সিবিআই। এদিনও সিবিআই —এর কাজে সহায়তা করার জন্য ছিল সাইবার বিশেষজ্ঞদের দল।

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওএমআর কারচুপির অভিযোগে আগেই সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফের হাইকোর্টে ওএমআর সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। এরপরই ওএমআর রহস্য উন্মোচনে ডিজিটাল ডেটা উদ্ধারে প্রয়োজনে সরকারি-বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এবং সাইবার এথিক্যাল হ্যাকারেরও সাহায্য নিতে পারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি, এমটাই নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। হাইকোর্টের নির্দেশ মতো মঙ্গলবার সকাল থেকে ওএমআর দুর্নীতির রহস্য উন্মোচনে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে হানা দেয় সিবিআই। দুই দিন সাড়ে উনিশ ঘণ্টা তল্লাশি চালানোর পর বৃহস্পতিবার ফের হানা কেন্দ্রীয় এজেন্সির। এনিয়ে পর পর তিনদিনের ওএমআর দুর্নীতির তদন্তে ওই অফিসের দুটি সার্ভার বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই।বাজেয়াপ্ত সার্ভারগুলি ফরেন্সিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে। কতগুলি ডেটা মুছে ফেলা হয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে হানা দিয়েছিলো সিবিআই। সেই সময় ওএমআর দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও তথ্য তারা পায়নি। পুনরায় সেই একই জায়গায় পর পর তিনদিন অব্যহত সিবিআই অভিযান।

কোপা আমেরিকা : উরুগুয়েকে হারিয়ে ফাইনালে কলম্বিয়া

নিউইয়র্ক, ১১ জুলাই (হি.স.): কোপার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিল কলম্বিয়া। শার্লটের ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার সকালে উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে কলম্বিয়া। সেমিফাইনালে প্রথমার্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। তবে ম্যাচের ৩৯ মিনিটে গোল পেয়ে যায় কলম্বিয়া। জেমস রদ্রিগেজের নেওয়া কর্নার থেকে হেডে গোল করেন জেফারসন লারমা। এরপরই কলম্বিয়া পড়ে বিপদে।

ডানিয়েল মুনজ প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়কে কনুই দিয়ে আঘাত করলে রেফারি তাকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখান। ফলে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। ফলে ১০ জনে হয়ে যায় কলম্বিয়া। ১৫ জুলাই আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালে মুখোমুখি হবে কলম্বিয়া। ১৪ জুলাই তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে উরুগুয়ে খেলবে কানাডার বিরুদ্ধে।

বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তর প্রদেশ, তরাই অঞ্চল আকাশপথে ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

শ্রাবস্তী, ১১ জুলাই (হি.স.) : উত্তর প্রদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় বর্ষণজনিত কারণে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবার তরাই অঞ্চলের শ্রাবস্তী জেলার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুর্গতদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন তিনি।

বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ’৬ ও ৭ জুলাই নেপাল এবং উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই প্রথমবার জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আমরা এই এলাকায় বন্যা দেখেছি। বন্যায় প্রাণ হারানো ৪ জনের পরিবারকে আমরা ৪ লক্ষ টাকা দিয়েছি। এমনকি পিলিভীট এবং লখিমপুর খেরিতে শারদা নদী প্লাবিত হয়েছে, ১২টি জেলায় ১৭ লক্ষের বেশি মানুষ বন্যা পরিস্থিতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’

সরকারি যাত্রীবাহী বাস থেকে ৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার তিন

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই (হি.স.): সরকারি বাস থেকে ৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে শিলিগুড়ির ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় ধৃত তিন। ধৃতদের নাম দিনহাটার উজ্জ্বল শীল, ফালাকাটার বাসিন্দা অমল বর্মন এবং মালদার বাসিন্দা আত্মিক পান্ডে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়ায় ঘোষপুকুর মোড়ে জাতীয় সড়কের ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায়। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতাগামী একটি সরকারি যাত্রীবাহী বাসকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।

বিশিষ্ট ও বড় মানুষদের চোখে বিদ্যাসাগর

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বিদ্যাসাগর নামের সঙ্গে পরিচয় তখনো হয়নি যখন বর্ণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তবে বড় হয় বুঝতে পারলাম এই একটি ছোটো বই ‘বর্ণপরিচয়’ আমাদের সহজে বড় করার এক বড় সোপান। আর একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর কোনো বড় বা ভারী বই লিখে বড় হননি, তিনি ছোট বই লিখে আমাদের বড় করার জন্য নিজে বড় হয়েছেন। তাঁর সময়ে ধর্মীয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রী আচার আচরণে যখন মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় তখন সেই পরিবেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়েও তিন কখনো তা মানেননি। শুধু তাই নয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা সংস্কার করতে আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কার করতে আজবীন নিরসলভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কারে মধ্যে গড়তে চেয়েছিলেন গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ। তিনি বুঝেছিলেন এই সমাজ গড়া ততক্ষণ সম্ভব নয় যদি না নারীরা সচেতন হয়। তাই নারীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন প্রথমেই। কারণ তদানীন্তন সময়ে কুংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধনে সব থেকে অবহেলিত ছিল নারীরা। নারীদের দুঃখ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভূতি থেকে বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধাবা বিবাহ প্রর্বতনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ বিষয়ে সারা সমাজের বিরুদ্ধে তিনি একা এলেন এগিয়ে। তাঁর তেজোদীপ্ত যুক্তি এমনকী গোঁড়া পণ্ডিতদের শাস্ত্রে বিধানের কথা দিয়ে তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করলেও সমাজপতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে জয় করতে পারেননি। তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। সমাজের বালোর জন্য যা করা উচিত তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে সঙ্কুচিত হইব না। সমাজের ভালো করার জন্য বিদ্যাসাগর কখনো ভয় পাননি। এই অকুতোভয় মানুষটি মানুষের দুঃখ -কষ্টে অনায়াসে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন এবং যথাসাধ্য সেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আমৃত্যু তিনি এই কাজ করে নিজেকে নিঃশ্ব করেছেন। মানুষের মনে তিনি আজও দয়ার সাগর ও করুণা সাগর।

তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট মানুষদের কথা উল্লেখ করলে বোঝ যাবে তাঁরা তাঁকে কী চোখে দেখেছেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা আমাদের মনে আজও দাগ

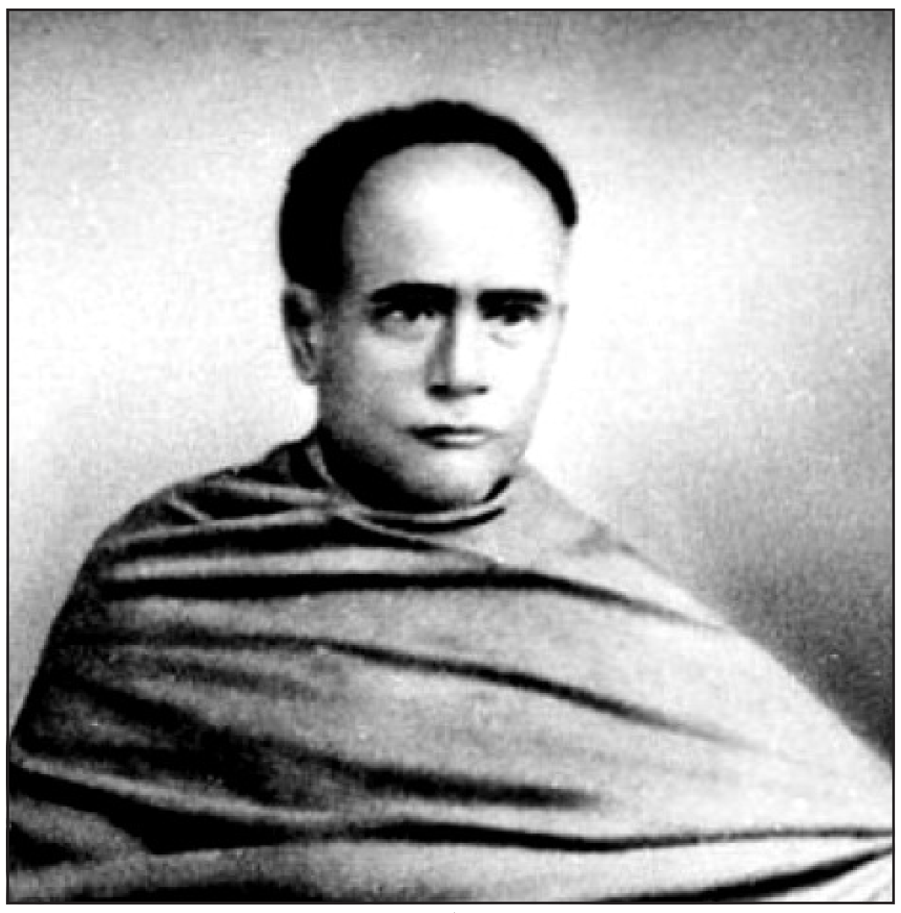

কেটে আছে—“বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত বারতে/ করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে/ দীন যে দীনের বন্ধু......../ যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,/ সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে /গিরীশ”

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এখ কবিতায় বলেছেন

নিঃশ্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দযার অবতার। কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।

দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার, সাম্য মূর্তি তেজের স্ফুর্তি চিত্ত মৎকার”।

১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরের দিন কবি ও গল্পকার মানকুমারী বসু লিখেছেন “লোকে যত বিশ্বস করিতে চাইতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া ভয়ার্তকে অভয় দিতেছেন। শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন। তাই বলিতেছে,রাম মরিতে জানে, শংকর মরিতে জানে, তাহাদের মতো শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি বা কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা সত্য ন্যায়ের অবতার, করুণার পূর্ব আদর্শ, জগতের দেবদুর্লভ রত্ন আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—যিনি চিরদিন আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য খাটিয়াছেন,যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা ও পৈশাচিক কৃতঘ্নতাকে অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন........”।

গান্ধিজি বলেছেন, “ঈশ্বচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ছিলে না তিনি ছিলেন করুণার সাগর, উদারতার সাগর, সেই সঙ্গে আরও অনেক গুণের সাগর। যে সমস্ত বাল কাজ তিনি করেছেন, সেখানে উচ্চ নীচ এমন ভেদাভেদ তিনি করেননি। আদর্শের জন্য বিদ্যাসাগর সারাজীবন কী ঘরে কী বাইরে সবজায়গায় ছিলেন আপসহীন। তদানীন্তন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নিজের জামাইকে আর্থিক তছরুপের জন্য শুধু ভৎর্সনাই করেননি, তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। এ কাজটি সেই মানুষই করতে পারেন যিনি বলেন, যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওযা তাহার পরমধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তোয়াজ করে পদ আঁকড়ে থাকার চেয়ে ইস্তফা দিতে তিনি চাইবেন তো। এ ব্যাপারে গান্ধিজির এক কথা স্মরণ করা যায়—“স্বাধীনচেতা চরিত্রের মানুষ হওয়ায় তিনি পাবলিক ইনসস্ট্রাকশন বিভাগের ডাইরেক্টরের পদে আপস করতে পারেননি এবং পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে তাঁকে ডেকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পণই তাঁর মহত্ব ও মানবিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে।

অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্জীব জাতির সামাজিক উন্নতির সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছে। অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে ইহার কিরূপ বল ছিল সহজেই অনুভব করা যায়। সামান্য লোক এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত, কৃতসংসকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা নির্জীব জাতির নিশ্চয়তা অন্যদিকে বিদ্যাসাগ। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা অন্যদিকে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুকীর্তির বল, উপকর্মের উৎপীড়ন অপ্রকৃত হিন্দু গুণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিকের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব নিশ্চল, তেজহীন বঙ্গসমাজ---অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত গবীর। কার সাহসের সঙ্গে ঘটনাটা আমরা সবাই জানি। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর দেখা করতে গিয়ে দেখেন কার সাহেব বুট জুতো পরা পা দু’টি টেবিলের উপর তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখা পা না নামিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন পা দিয়েই। সেদিন বিদ্যাসাগর কোনো প্রতিবাদ না করেই কাজ সেরে চলে এলেন। আবার কোনো এক কারণে সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার সাহেব দেখা করতে এলেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরের ঘরে প্রবেশ করতেই বিদ্যাসাগর চটিজুতো পরা অবস্থায় পা দু’টি টেবিলে তুলে দিলেন একইভাবে কার সাহেবকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কার সাহেব অপমানিত বোধ করে ওপরমহলে বিদ্যাসগরের নামে নালিশ করেন এবং তদনুসারে বিদ্যাসগরের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তার উত্তরে তিনি লেখেন, আমি ভেবেছিলাম যে আমরা নেটিভরা হলাম এক অসভ্য জাতি, একজন ভদ্র অতিথিকে ভালো করে অভ্যর্থনা করতে জানি না। যে ব্যবহারের জন্য মাননীয় কার সাহেব অভিযোগ করেছেন, তা আমি ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই শিখেছিলাম কিছুদিন আগে,যখন আমি ওঁর কামরায় সাক্ষৎ করতে গিয়েছিলাম। একজন সুশিক্ষিত সুসভ্য ইউরোপিয়ানের কাছে এইভাবে আমি ভদ্র ব্যবহারের ধারণা পেলাম। তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ব্যবহারই তাঁর সঙ্গে করেছি।

শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কার শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি কখনো আত্মমর্যাদা ভোলেন নাই। কখনো সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠিতে লেখা নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই তো বলে মানুষ। নতুনবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবনধারণা করা তো শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহাপুরুষকে আমরা এত ভালবাসি। আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নাই যাহার অপেক্ষা ওই দরিদ্রের সন্তান বিদ্যাসাগর বড়লোক নহের। যে স্ব কর্তব্য সাধনে সাহাসী সেই মানুষকুলের রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর এই হিসাবে একজন বড় রাজা।

নিবেদিতার লেখা বিদ্যাসাগরের প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা কতটা ছিল তা জানা যায়। মৃত্যুর দুই দিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন রামকৃষ্ণের পরে বিদ্যাসাগরকে গুরুদেব বলে তিনি অনুসরণ করতেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলার বাঘ বলেসুপরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধাণর। তাঁহার ব্যক্তিত্ব চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ত, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা তাঁহার জীবনের অতি শুদ্র কার্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কর্ম ছিলেন, কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মেুখে ছিল না, উহা সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি আরো বলেছেন বিদ্যাসাগর এই কথাটি আমার কাছে একজন মানুষের নামমাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ।বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় অশোকস্তম্ভ স্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর এই কথাটি উচ্চারণেই পূণ্য। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি বিকশিত হইয়াছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কেন অশোকস্তম্ভকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল জাতীয় প্রতীক হিসেবে ?

বিশ্বদীপ দে।। অশোকস্তম্ভের নতুন স্থাপত্য ঘিরে বিতর্কে উত্তাল দেশ। নয়া সংসদ ভবনে সাড়ে ৯ হাজার কেজি ব্রোঞ্জের স্থাপত্যের এশীয় সিংহগুলির মুখের আদল অনেক বেশি ‘রাগী’ বলে মনে হচ্ছে অনেকেরই। আর তা থেকেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, যদি স্থাপত্যের পরিবর্তন সত্যিই করা হয়ে থাকে তবে তা কি আদৌ আইনসম্মত? আর সেই সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসছে অশোকস্তম্ভের ইতিহাস। উঠে আসছে এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সম্রাট অশোকের শাসনকালের ভারতবর্ষের আদর্শও। আর সেই সঙ্গেই এক বঙ্গতনয়কেও মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি নন্দলাল বসু। জওহরলাল নেহরু কিংবদন্তি শিল্পীকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন সংবিধানে অশোকস্তম্ভের ছবি আঁকার।

উত্তরপ্রদেশের সারনাথের অশোকস্তম্ভের আদলেই গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতীককে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি অশোকস্তম্ভকে জাতীয় প্রতীকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন? কেন ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ওই স্থাপত্যকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল? সেকথা বলতে গেলে ওই স্থাপত্যের নকশা ও তার তাৎপর্যকে বোঝা দরকার।

নিঃসন্দেহে জাতীয় প্রতীকের স্থাপত্যের মধ্যে প্রথমেই নজর পড়ে চার সিংহের দিকে। শক্তি, সাহস, গর্ব এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক অশোকস্তম্ভের চার সিংহ। মৌর্য যুগে সিংহ ছিল রাজশক্তির প্রতীক। মনে করা হত, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে রাজাধিরাজ তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। তারই প্রতীক সিংহ। আধুনিক ভারতে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কথা মাথায় রেখেই ওই সিংহদের নির্বাচন করা হয়েছিল।

নতুন সংসদ ভবনের জন্য নির্মিত এই অশোকস্তম্ভকে ঘিরেই ঘনিয়েছে বিতর্ক

এই চার সিংহ যে বেলনাকার ভিত্তিভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত সেখানে দেখা মেলে একটি করে ঘোড়া, ষাঁড়, সিংহ ও হাতির। বহু ঐতিহাসিকের মতে, এই চারটি পশু বুদ্ধের জীবনের চার অধ্যায়ের প্রতীক। আবার কারও মতে, এরা অশোকের আমলে পৃথিবীর চারটি অংশকেই বোঝাচ্ছে। আর সিংহগুলির মুখ খোলা। তারা চারদিকে বুদ্ধের বাণীকেই ছড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়া রয়েছে ধর্মচক্র। একটি করে ধর্মচক্র খোদিত রয়েছে ওই পশুগুলির মধ্যে। প্রতিটি চক্রে রয়েছে ২৪টি শলাকা। এছাড়া রয়েছে জাতীয় প্রতীকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ‘সত্যমেব জয়তে’। দেবনাগরী হরফে লেখা মুণ্ডক উপনিষদের এই অংশটিকে নতুন স্থাপত্যে বাদ দেওয়া নিয়েও সরব হয়েছেন বিরোধীরা। তবে জাতীয় প্রতীকের দ্বিমাত্রিক রূপে অবশ্য একটি চক্রই দৃশ্যমান হয়। যার একদিকে ষাঁড় ও অন্যদিকে ঘোড়াকে দেখা যায়।

শান্তি ও মৈত্রীর বাণীই প্রচার করতে চেয়েছিলেন অশোক

১৯০৪ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ফ্রেডরিখ অস্কার ইমানুয়েল ওয়ের্টেল সারনাথ অঞ্চলে খননের সময় খুঁজে পান গুপ্ত যুগের একটি মন্দির। পরে পাওয়া যায় অশোকস্তম্ভের স্থাপত্যটি। এর আগে সাঁচিতেও ওই রকমই একটি ভাস্কর্য খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে সারনাথের স্থাপত্যটি অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। পরে এই ভাস্কর্যের আদলেই তৈরি করা হয় জাতীয় প্রতীক। উল্লেখ্য, চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হওয়ার ইতিহাস আমরা জানি। দেশে বিদেশে শান্তির বাণী প্রচার করতেই এই ওই স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন অশোক।

ভারতীয় সংবিধানের প্রথম পাতার অশোকস্তম্ভটি নন্দলাল বসুর আঁকা

এবার আসা যাক নন্দলাল বসু প্রসঙ্গে। জওহরলাল নন্দলাল বসুকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রথম পাতায় যে অশোকস্তম্ভ উৎকীর্ণ রয়েছে সেটি আঁকার। আর নন্দলাল অশোকস্তম্ভের স্থাপত্য তৈরির দায়িত্ব দেন দীননাথ ভার্গবকে। দীননাথ তাঁরই ছাত্র। কলাভবনে নন্দলালের অধীনে শিল্পশিক্ষা করা দীননাথ নাকি সেই সময় টানা তিন মাস কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে সিংহদের খুঁটিয়ে দেখে তবেই তিনি সিংহগুলিকে নির্মাণ করেছিলেন। জানা যায়, তিনি বারবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে খুঁটিয়ে সিংহগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যাতে নির্মিত মূর্তিগুলির মধ্যে স্বাভাবিকতা বজায় থাকে। নিঃসন্দেহে ওই স্থাপত্যের শিল্পসৌকর্য অত্যন্ত উচ্চমানের। রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ ভবনেই দেখা যায় জাতীয় প্রতীককে। সারনাথ, সাঁচির ইতিহাস ছুঁয়ে সেগুলিও তাদের সৃষ্টিসৌন্দর্যে একই রকম উজ্জ্বল।

কিন্তু সম্প্রতি বিতর্ক ঘনিয়েছে নতুন সংসদ ভবনের জন্য নির্মিত অশোকস্তম্ভটিকে দেখে। সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে সিংহগুলির পরিবর্তিত রূপ। বলা হচ্ছে, যে সত্য ও শান্তির বাণী নিহিত রয়েছে স্তম্ভে তা যেন সেভাবে ফুটছে না। বরং সিংহগুলির মুখ ব্যাদান যে হিংসা ও ক্রোধকেই প্রতিফলিত করছে। যা জাতীয় প্রতীকের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। বলা হচ্ছে, বুদ্ধের শান্ত, সমাহিত রূপের প্রতিফলনের ছিঁটেফেঁটাও দেখা যাচ্ছে না নতুন স্থাপত্যে। যদিও স্তম্ভের নির্মাণশিল্পীদের দাবি, মূল সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে স্তম্ভটির এত বড় আকারের কারণেই। কেননা এর ফলে ছোট ছোট ডিটেইলস চোখে পড়ছে। আর তাই মনে হচ্ছে এটা সারনাথের স্তম্ভটির থেকে আলাদা। অনুপাত ও দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের কারণে এমন বিভ্রম তৈরি হচ্ছে বলেই দাবি করছেন তাঁরা। তবে মূল অশোকস্তম্ভের আকারের সঙ্গে এর যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে তা মানছেন নির্মাণশিল্পীরা। যদিও সব মিলিয়ে মূলটির সঙ্গে ৯৯ শতাংশই মিল রয়েছে বলে মত তাঁদের। এখন দেখার, বিতর্ক শেষ পর্যন্ত কোনদিকে গড়ায়। বরং এই অবসরে ইতিহাসপ্রেমীরা একবার ঝালিয়ে নিচ্ছেন ইতিহাস। স্মরণ করছেন সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারত কীভাবে এই জাতীয় প্রতীককে নির্মাণ করেছিল ইতিহাসের মণিরত্ন ছেঁচে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঢাকা-বেইজিংয়ের যৌথ বিবৃতি : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ সমর্থন করে না চীন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১১।। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ সমর্থন করে না চীন। পাশাপাশি এক চীন নীতির প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফর শেষে ঢাকা-বেইজিংয়ের যৌথ বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঢাকা-বেইজিং উভয়পক্ষ একে অন্যের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের মূল স্বার্থ, প্রধান উদ্বেগের বিষয়গুলোতে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সমর্থনের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। চীন দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশকে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভিশন ২০৪১ এর অধীনে পরিকল্পিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং স্বাধীনভাবে তার জাতীয় অবস্থার সঙ্গে উপযোগী একটি উন্নয়ন পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। উভয়পক্ষ জোর দিয়েছে যে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলেশন ২৭৫৮ প্রশ্নাতীত এবং কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। বাংলাদেশ এক চীন নীতি এবং তার অবস্থানের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, চীন সরকার সমগ্র চীনের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাইওয়ান চীনের অংশ। বাংলাদেশ চীনের মূল স্বার্থ, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় চীনের প্রচেষ্টা সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে চীনকে সমর্থন করে। যৌথ ঘোষণা উভয়পক্ষ কৌশলগত যোগাযোগ বাড়াতে বহুপাক্ষিক অনুষ্ঠানে সফর, চিঠি বিনিময় এবং বৈঠকের মাধ্যমে কৌশলগত পারস্পরিক বিশ্বাসে আরও গভীর করতে সম্মত হয়েছে। প্রসঙ্গত, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের আমন্ত্রণে ৮-১০ জুলাই বেইজিং সফর করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকার প্রধানের বেইজিং সফরে দেশটি বাংলাদেশকে ১০০ কোটি ডলার সহায়তার ঘোষণা দেয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ও চীন সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্ব থেকে ব্যাপক অংশীদারিত্বে নিতে ২১টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। পাশাপাশি সাতটি ঘোষণাপত্র সই হয়।

ভারতে পরিবার পরিকল্পনার সফরঃ বিশেষ মুহূর্তগুলিকে দেখা ও এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ

।। শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রক, ভারত সরকার।।

১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস।। পরিবার পরিকল্পনায় ভারতের যাত্রা অবিশ্বাস্য। আমরা এই সাফল্য নিয়ে উদযাপন করি। আমরা আগামীর দিকে তাকিয়ে, সেই আগামীর দিনগুলিও প্রতিশ্রুতিপূর্ণতায় ভরা। আগামীর আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আসুন আমরা আমাদের নিশ্চিত দায়বদ্ধতার কথা ব্যক্ত করি।

ভারতের নেতৃত্ব ও অগ্রগতি:
২০২৪ সালের মে মাসে জাতিসংঘের ৩০তম সম্মেলনে, জনসংখ্যা উন্নয়ন নিয়ে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (আইসিপিডি) ভারত শুধু নিজের বক্তব্য দৃঢ় ভাবে উপস্থাপনই করেনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সম্মেলনে এক নেতৃত্বের ভুমিকা নেয়। আইসিপিডি -তে আলোচনায় ভারতের পরিবার পরিকল্পনার উন্নত পরিষেবা মুলক কর্মসূচী এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষত মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে ভারত।

জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া:
এই শতাব্দীর ভারতীয় মহিলারা আধুনিক গর্ভনিরোধকের মাধ্যমে ছোট পরিবার বেছে নিচ্ছেন। যাদের পরিবারে গড়ে মাত্র দুটি সন্তান রয়েছে। এই প্রবণতা গত দশকেও দেখা যেতো না। এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে সূচীত করে। আধুনিক এই সময়ে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় অর্থাৎ ৫৭ শতাংশ মহিলা তাদের প্রজনন বয়সে (১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়স) সক্রিয়ভাবে আধুনিক গর্ভনিরোধক ব্যবহার করেছেন। গর্ভনিরোধের এই ব্যাপক ব্যবহার ভারতের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর এক সাফল্য। সঠিক পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভনিরোধের চেয়েও অনেক বেশি কিছু - যা নারী, পরিবার এবং সামাজিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুস্থতার জন্য এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি নারী, অল্প বয়সের মেয়ে এবং যুবকদের অধিকার এবং তাদের পছন্দমাফিক জীবন যাপনের করার ইচ্ছেকে ক্ষমতায়িত করে। ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী ৩৬ কোটি ৯০ লক্ষ যুবক-যুবতী নিয়ে ভারত বর্তমানে জনবিন্যাসগত রূপান্তরের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তৈরি। তারপরেও গত কয়েক দশক ধরে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীটির উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি হয়েছে, পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে , ক্লিনিক-ভিত্তিক কার্যক্রম থেকে লক্ষ্য-ভিত্তিক পদ্ধতি এবং এখন তো পরিবার পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় দাতব্য পছন্দ পর্যন্ত চলে এসেছে। জাতীয় জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য নীতি পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ দিকগুলোর মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব দেয়। এর মধ্য দিয়ে ধরা যায় সেশ্ব মহিলাদের শতকরা ভাগ, যাঁরা সন্তান ধারণ করতে চান না বা সন্তান জন্মদানে বিলম্ব করতে চান তবে গর্ভনিরোধের কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করছেন না। প্রজনন, মাতৃত্ব, নবজাতক, শিশু এবং কিশোরদের স্বাস্থ্য (আরএমএনসিএইচ+এ) পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে এই কর্মসূচি ২০১২ সালে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। পাশাপাশি বিশ্বজনীন পরিবার পরিকল্পনা ২০২০ এবং বর্তমানে চালু পরিবার পরিকল্পনা ২০৩০ এর মাধ্যমে তা আরো জোর পেয়েছে। এটি ক্রমশ সচেতনতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায় বা সামাজিক গোষ্ঠীগত সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, তথ্য ও পরিষেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা উন্নতি, গর্ভনিরোধক পছন্দগুলির পরিধি প্রসারিত করা, শেষ সীমা পর্যন্ত বিতরণ করা পরিষেবাগুলির গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং উচ্চ-হারে প্রজননশীল এলাকায় গর্ভনিরোধে নানা উদ্ভাবনী কৌশল বাস্তবায়নের দিকে সর্বাধিক আলোকপাত করা হচ্ছে। একটি দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নেই প্রক্রিয়া তার জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রজনন ক্ষমতা অর্থাৎ ফার্টিলিটির প্রতিস্থাপন স্তর বজায় রাখা এবং তাতে সাফল্য অর্জন করার উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। ভারত ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরে (টিএফআর ২.০) ফার্টিলিটির প্রতিস্থাপন স্তর অর্জন করেছে এবং এনএফএইচএস -৫ (২০১৯-২১) অনুসারে ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে ইতিমধ্যে এই মাইলফলক অর্জন করেছে যা এই যাত্রাপথের একটি সাফল্যের কাহিনী।

পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মা ও শিশুর সুস্থতা ও মৃত্যুহার হ্রাস, প্রসবকালীন মৃত্যু হার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে। ভারতের পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে এবং এই কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে সর্বাধিক নজর দেওয়া যা সামগ্রিক নীতিগত উদ্দেশ্যগুলিকে বিস্তৃতভাবে প্রসারিত করেছে।

ভারতর রাজ্যগুলির জনবিন্যাসগত বৈচিত্র্য বিশ্বে অনন্য, এবং পরিবার পরিকল্পনা কৌশলও তদনুরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন গর্ভনিরোধক বিকল্পগুলির পরিসীমা প্রশস্ত করার পাশাপাশি, এই কর্মসূচীতে বিয়ের বয়স, প্রথম গর্ভধারনের বয়স, এবং মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের মতো সামাজিক বিষয়গুলিকেও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আসলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রাধান্যের দিকগুলোকে গুরুত্ব দেয়।

মিশন পরিবার বিকাশ (এমপিভি): পরিবার পরিকল্পনার রূপান্তর:
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং আসাম এই সাতটি রাজ্যে এরকম ১৪৬টি জেলা রয়েছে যেখানে প্রজননের ঘটনার হার অনেক বেশি, সেসব জেলায় জন্মনিরোধক এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবার বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প "মিশন পরিবার বিকাশ ২০১৬" সালে চালু করা হয়।পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চ প্রজনন হারের জেলাগুলোতে জন্মহার হ্রাসে বিভিন্ন অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়। এর অন্যতম হল সচেতনতা তৈরির জন্য সারথি বাহন (সচেতনতা-অন হুইলস)। ব্যাপক হারে সচেতনতা তৈরি এর উদ্দেশ্য। পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবাগুলোয় একটি অভিনব পদ্ধতি ছিল, যুবতী মহিলাদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারে সামাজিক বাধা দূর করতে "সাস বহু সম্মেলন" অর্থাৎ শাশুড়ী-বউ সম্মেলন এবং পরিবার পরিকল্পনায় দায়িত্বশীল পিতৃত্বের ভুমিকা যথাযতভাবে পালনের জন্য নববিবাহিত দম্পতিদের "নাই পহেল কিট" সরবরাহ করা হয়। একই সাথে একটি শক্তিশালী পরিবার পরিকল্পনা লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে মানসম্মত সেবা এবং গর্ভনিরোধক সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রস্তুত করা হয়।

আধুনিক গর্ভনিরোধক সামগ্রীগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নত হয়েছে, প্রোগ্রাম জেলাগুলিতে এমপিভি ব্যবহারের ইতিবাচক ফলও পাওয়া গেছে। এমপিভি জেলাগুলিতে আধুনিক গর্ভনিরোধক গ্রহণের এই উন্নতির ফলে সরকার ২০২১ সালে সাতটি রাজ্যের সমস্ত জেলায় এবং ছয়টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে এই কর্মসূচীর সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির আওতায় পছন্দের বিস্তৃতি : জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে জন্মনিরোধক ঝুড়ি সম্প্রসারণ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে, জাতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কনডম, অন্তঃসত্ত্বা গর্ভনিরোধক ডিভাইস, ওরাল পিল, এমপিএ ইনজেকশন ইত্যাদি সহ উভয়ের ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন আধুনিক গর্ভনিরোধক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। ১০টি রাজ্যে, দুটি জেলা জুড়ে, সাবডার্মাল ইমপ্লান্ট এবং সাবকুটেনিয়াস ইনজেকশন (অন্তরা-এসসি) বাজারজাত করন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, আগামী বছরগুলিতে সারা দেশ জুড়ে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্তব্য ডাক
'মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য, স্বাস্থ্যকর গর্ভাবস্থা', এবং থিমযুক্ত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৪ উদযাপন করার সাথে সাথে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় সহযোগীদের প্রচেষ্টা এবং এএনএম, আশা এবং অন্যান্য স্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরলস অবদান স্বীকার করি যারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের তরুণ, কিশোর, নারী ও শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের দেশে বাস করে, যা আমাদের জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণে বিনিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে। তেমনি তারা আমাদের উপহার দিয়েছে এক অনন্য জন বিন্যাসগত লভ্যাংশ।

মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা এবং বিস্তৃত গর্ভনিরোধক পন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার সকল শ্রেণীর কাছে সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ সুলভ করার পথে বাধা দূর করা, গর্ভনিরোধক পদ্ধতি সম্পর্কে ভুল ধারণা, গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মগুলি কাটিয়ে উঠতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অস্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় গর্ভনিরোধক পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে এবং কমিউনিটি কর্মীদের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখা সহ পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা সরবরাহের উন্নতির জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

উপরন্তু, আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবাগুলি শেষ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত করা হচ্ছে। ডিজিটাল বিশ্বের দ্রুত বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার তথ্য ও পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কেউ যাতে পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংযুক্ত ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই সুযোগকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য সাফল্যের সাথে পূরণ করার জন্য সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সহযোগিতা এবং সমন্বয় প্রয়োজন। গর্ভনিরোধক পদ্ধতির পরিসর প্রসারিত করে আমাদের যুবকদের প্রজনন স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য। তদুপরি, ভারতের জন বিন্যাসগত বৈচিত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত লভ্যংশকে অবশ্যই সুস্থায়ী উন্নয়ন, নগরায়ন এবং স্থানান্তকরণ এর জটিলতাগুলিকে মোকাবেলা করতে হবে। আমাদের নীতিগুলোয় এই বিষয়গুলিকে এমনভাবে সংহত করা উচিত যেখানে জনসংখ্যাগত বৃদ্ধি সমাজের সমস্ত বিভাগের জন্য একটি সুস্থায়ী ভবিষ্যত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়। এই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে, আসুন আমরা ভারত জুড়ে প্রান্তিক এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ নজর দিয়ে সকলের জন্য একটি উজ্জ্বল এবং স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি। আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকুক এমন এক ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য যেখানে আমাদের জন বিন্যাসগত লভ্যাংশকে যেন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা হবে, যেখানে প্রতিটি নাগরিক গুন্মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবার সুবিধাভোগী হবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই স্বপ্নকে স্বার্থক করি।

বৃহস্পতিবারে বাড়লো সোনা-রুপোর দাম

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবারে বেশ কিছুটা বাড়লো সোনা। এদিন ২২ ক্যারেটে ১০ গ্রাম সোনার দাম ২০০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৬৭,৩০০ টাকা। ১০০ গ্রামের দাম ২০০০ টাকা বেড়ে দাম হয়েছে ৬,৭৩,০০ টাকা। এছাড়া ২৪ ক্যারেটে ১০ গ্রাম সোনার দাম ২২০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৭৩,৪২০ টাকা। ১০০ গ্রামের দাম ২০০০ টাকা বেড়ে দাম হয়েছে ৭,৩৪, ২০০ টাকা। আর ১৮ ক্যারেটে ১০ গ্রাম সোনার দাম ১৬০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৫৫,০৬০ টাকা। ১০০ গ্রামের দাম ১৬০০ টাকা অবধি বেড়ে হয়েছে ৫,৫০,৬০০ টাকা।

বৃহস্পতিবার রুপোর দামও বেড়েছে। এদিন ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ১০০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৯৫৫০ টাকা। আর এক কেজি রুপোর দাম ১০০০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৯৫,৫০০ টাকা।

বিজেপি ও সংবাদ মাধ্যমকে তোপ মমতার, ভিডিও প্রসঙ্গে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবারই কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছেন তিনি। এদিন মুম্বই যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন বিজেপি ও সংবাদমাধ্যমের একাংশের বিরুদ্ধে। নির্দিষ্ট করে কোনও ভিডিও-র কথা না বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উপ নির্বাচনে তৃণমূলকে ড্যামেজ করতেই ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে পুরনো ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই ঘটনাগুলি ২০২১ সালের। তখন সাংসদ ছিলেন অর্জুন সিং।'

উপ-নির্বাচন নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের একাংশের পরিবেশন করা খবরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'উপ নির্বাচনে একটা বুথে কী হয়েছে, সেটাকে বড় করে দেখানো হচ্ছে। বাকি জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে যে মানুষ ভোট দিয়েছেন, তা দেখানো হচ্ছে না।' মুকেশ-তনয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে মুম্বই রওনা হলেও একটি রাজনৈতিক বৈঠক করার কথা রয়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'মুকেশ আম্বানির পুত্রের বিয়েতে যোগ দিতে মুম্বই যাচ্ছি। আগামীকাল শুক্রবার উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে বৈঠক করব। সেখানেই শারদ পাওয়ারও থাকবেন। লোকসভা ভোটের পর তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে আমার। রাজনৈতিক আলোচনা তো হবেই। অখিলেশেরও মুম্বই যাওয়ার কথা রয়েছে, তাই তাঁর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।'

পণ্য লোডিঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখনীয় বৃদ্ধি পঞ্জীয়ণ

মালিগাঁও, ১১ জুলাই, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদা নিজের গ্রাহকদের সেবা করতে এবং প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী যথাসময়ে অন্তিম উপভোক্তারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সমর্পিত ও প্রস্তুত হয়ে থাকে। পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রেখেছে। ২০২৪-এর জুন মাসে ০.৮৩৩ মিলিয়ন টন (এমটি) বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী লোডিং পঞ্জীয়ণ করা হয়েছে। ২০২৪-এর জুন মাসে কিছু অন্যান্য সামগ্রী সহ ভালো মার্জিনের সাথে কন্টেইনার, পি.ও.এল., সার, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য লোডিং-এর অগ্রগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সিমেন্টের মতো সামগ্রীর লোডিং ২০২৩-এর জুন মাসে ০.০০১ এমটি থেকে ২০২৪-এর জুন মাসে ০.০৩২ এমটি বৃদ্ধি পেয়েছে। সার লোডিঙে ২০২৩-এর জুন মাসে ০.০১১ এমটি থেকে ২০২৪-এর জুন মাসে ০.০২২ এমটি বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যশস্য লোডিঙে ২০২৩-এর জুন মাসে ০.১২৬ এমটি থেকে ২০২৪-এর জুন মাসে ০.২৫৪ এমটি বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুন ২০২৩-এর তুলনায় জুন ২০২৪-এ মোট ২০.১ু মার্জিনসহ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। মাল লোডিং-এর অগ্রগতি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পণ্য রাজস্ব উৎপন্ন হচ্ছে। তাৎপর্যপুর্ণভাবে, বছরের পর বছর ধরে পণ্য লোডিং বৃদ্ধি পাওয়াটা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত বহন করে।

নতুন জাহাজ চলাচল ও বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে ইন্দো-বাংলা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ভারতীয় বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের এক্সিম কার্গোর ট্রান্সশিপমেন্টের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে বাংলাদেশের ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ৯ থেকে ১২ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত ছয় দিনের সফরে ভারত সফর করছেন। বাংলাদেশের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এস এম মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে বাংলাদেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বন্দরের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ নৌপরিবহন সচিব পর্যায়ের আলোচনার (এসএসএলটি) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চেন্নাই, কৃষ্ণপত্তনম, বিশাখাপত্তনম, কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর পরিদর্শন করছে প্রতিনিধি দল।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সমুদ্র উপকূল ঘিরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঘিরে কোস্টাল শিপিং এগ্রিমেন্ট এবং প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে পূর্ব উপকূলে ভারতীয় বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের এক্সিম কার্গো চলাচল সহজতর করার জন্য এসএসএলটির কার্যবিবরণীতে ৬ নং এজেন্ডা অনুযায়ী এই সফর ও আলোচনা।

বাংলাদেশি প্রতিনিধি দলের এই সফরের উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় বন্দরগুলোর কারিগরি সম্ভাব্যতা, বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা এবং অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বাংলাদেশি কার্গোর ট্রান্সশিপমেন্টের সম্ভাব্যতা যাচাই করা। ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ (আই ডব্লিউ এ আই), বন্দর ও জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক, জাহাজ চলাচলের মহাপরিচালক এবং কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ডের কর্মকর্তারা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ছিলেন।

ফিলিপিন্সে ৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পন অনুভূত একাধিক প্রদেশে

ম্যানিলা, ১১ জুলাই (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্স। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.০। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ১০.১৩ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ ফিলিপিন্সের সুলতান কুদারাত প্রদেশে কম্পন অনুভূত হয়।

দাভাও অক্সিডেন্টাল, দাভাও ওরিয়েন্টাল, সারাঙ্গানি, দাভাও দে ওরো, দাভাও দেল নর্তে এবং কোটাবাটো-সহ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ মিন্দানাও-এর নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতেও কম্পন অনুভূত হয়েছিল। বেশ কয়েকবার আফটারশক অনুভূত হয়। তবে, কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। ভূমিকম্পের আশঙ্কাও জারি করা হয়নি।

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে বৈদ্যুতিন ফাইল ব্যবস্থাপনা বা ই-অফিস এর বাস্তবায়ন তাৎপর্যপূর্ণ গতি পেয়েছে

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে বৈদ্যুতিন ফাইল ব্যবস্থাপনা বা ই-অফিস এর বাস্তবায়ন তাৎপর্যপূর্ণ গতিপেয়েছে। একটি হিসেবে দেখা গিয়েছে ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ৩৭ লক্ষ কাগজ নির্ভর ফাইলকে ই-ফাইল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যা শতকরা হিসেবে ৯৪ এবং পাশাপাশি এই সময় কালে ৯৫ শতাংশ রিসিপ্ট আদান-প্রদান করা হয়েছে ই-রিসিপ্ট-এর মাধ্যমে। এই উদ্যোগটিকে আরোও ছড়িয়ে দেবার জন্য সরকার ই-অফিস বিশ্লেষণ-তথ্য গড়ে তুলেছে।

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ই-অফিস প্ল্যাটফর্ম রূপায়ণের এই সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ডিএআরপিজি (প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ দফতর) বর্তমানে সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৩৩-টি সরকার অধীনস্ত ও স্বশাসিত দফতর, কার্যালয়ে ই-অফিস ব্যবস্থা রূপায়ণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার এই মর্মে, ২০২৪-এর ২৪ জুন তারিখে, তাদের জন্য নীতি-নির্দেশিকা জারি করেছে , এবং সেই সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে ই-অফিস রূপায়ণের জন্য ডিএআরপিজি অর্থাৎ প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ দফতর হবে সংযোগরক্ষাকারী দপ্তর ও এনাইসি হবে জ্ঞান বিষয়ক অংশীদার।

বুধবার এক আন্ত-মন্ত্রক বৈঠকে ই-অফিস রূপায়নের জন্য পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন ডিএআরপিজি-র সচিব ভি শ্রীনিবাস। এ ছাড়াও বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত মন্ত্রক ও দপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয় ১৩৩-টি সরকার অধীনস্ত ও স্বশাসিত দফতর ও কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। এই বৈঠকে ই-অফিস কাঠামো গঠন করতে নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। বৈঠকে এনআইসি-র পক্ষে ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল রচনা শ্রীবাস্তব। ই-অফিস রূপায়ণের জন্য পদ্ধতিগত প্রায়োগিক বিষয়গুলি উপস্থাপন করে এনআইসি। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সমস্ত মন্ত্রক ও দপ্তর তাদের কার্যালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করবে, পাশাপাশি এ জন্য নোডাল অফিসার নিয়োগ ও ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হবে।

Notice Inviting Quotation

The Notice Inviting Sealed Rate Quotation (NIQ) in sealed cover is hereby invited from the interested registered merchant/Co-operative societies/Lamps/Agency for supply of the followings fixed assets for official uses under BPMU-Mandwi R.D. Block, Society for TRESP. The required specification is mentioned below:

Sl No.	Article Name	Description	Rate per Unit
1	Office table	Office table with one side three drawers and pre-laminated particle board on top. Size:4ft(L)x2.5ft(B)x2.5ft (H).	1 nos
2	Office Chair	Office leatherback fixed still chair with and arm.	1 nos
3	Visitor Chair	Leatherback visitor steel chair	1 nos
4	Steel Almirah	2 Doors Almirah with 4 Shelves, one Utility Cabinets with Locking System Size:3ft(L)x1.5ft(B)x6ft (H).	1 nos
5	Steel Rack	5 shelves Steel Racks Size:3ft(L)x1.3ft(B)x6ft (H).	1 nos
6	Computer table	Computer table. Size:4ft(L)x2.5ft(B)x2.5ft (H).	1 nos
7	Stand Fan	400mm high speed pedestal Fan, smooth sewing operation.	1 nos

The Details NIQ may be viewed in www.rural.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in/ www.tenders.gov.in. The Sealed Quotation may submit to the office undersigned from 11/07/2024 to 18/07/2024 upto 3.00pm.

ICA/C/900/24

Sd/-
Block Development Officer
BPMU-Mandwi RD Block

বিজ্ঞপ্তি

Reference:- Bishalgarh PS UD Case No-০১৪/২০২৪
dated-০৮.০৭.২০২৪ u/s 194BNSS

উপরিউক্ত ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যাক্তির মৃতদেহ। যাহার বয়স আনুমানিক ৬৯ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং-কালো, মুখমন্ডল-ডিম্বাকৃতি, পরনে ডুরাশার্ট এবং সাদা রং-এর হাফ পেন্ট। গত ০৮-০৭-২০২৪ ইং তারিখে উক্ত অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যাক্তির মৃতদেহটি চড়িলাম পুড়ানবাড়ী পেট্রোল পাম্পে পাওয়া যায়। বর্তমানে অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যাক্তির মৃতদেহটি বিশালগড় হাসপাতাল মর্গে রক্ষিত আছে। কিন্তু এই অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যাক্তির প্রকৃত পরিচয় সমন্ধে কেউ কিছু জানেনা ।

উপরিউক্ত অপরিচিত মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কেহ কোনো পরিচয় পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা- দূরভাষ নম্বর :-
৯৪০২১৪৪৪৪১ (এস.পি, ডি.আই.বি) ৮৯৭৪৩৩২১২৫(ও.সি বিশালগড় থানা)

ইতি
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা

ICA-D-475/24

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

চোখ রাঙাচ্ছে চোখের অসুখ

লাল চোখ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে স্বাভাবিক জীবনে, ভাঁজ পড়ছে কপালে। চোখ ফোলা, লাল হয়ে যাওয়া, চোখ থেকে জল পড়া, পিচুটির জন্য চোখ খুলতে না পারা এবং সঙ্গে জ্বর, এই সমস্যাগুলো নিয়ে চক্ষু চিকিতকদের কাছে উপচে পড়ছে ভিড়। আক্রান্তদের মধ্যে সিংহভাগ স্কুলপড়ুয়া। ছোটদের থেকে আক্রান্ত হচ্ছেন অভিভাবকেরাও।

ছড়িয়ে পড়ছে পরিবারের অন্যান্য ছোটবড় সদস্যদের মধ্যে।

চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডা. সুমিত চৌধুরী বললেন, "দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন এই সমস্যা নিয়ে এসেছেন! অসুখটি কনজাংটিভাইটিস। নামটা কম-বেশি সকলের কাছে পরিচিত। কখনও ভাইরাসের কারণে, কখনও অ্যালার্জির কারণে হয়। এ বারে হচ্ছে মূলত ভাইরাসের (অ্যাডিনো ভাইরাস) কারণে। তবে হঠাতকরে এর বাড়বাড়ন্ত ভাবাচ্ছে। যদিও গত বছর দুর্গাপুজোর পর থেকে ছোটদের মধ্যে শুরু হয়েছে এই সমস্যা। বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের নিয়ে আসছিলেন জ্বর-সহ এবং চোখে ছোট ছোট হেমারেজ স্পট হচ্ছিল। অ্যান্টিবায়োটিক ও লুব্রিক্যান্ট ড্রপ দিলে ৭-১০ দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। বাড়বাড়ন্ত শুরু হল সম্প্রতি প্রচণ্ড প্রচণ্ড গরমের পরে বর্ষা শুরু হতেই।" এই ছোঁয়াচে অসুখ ছড়াচ্ছে দ্রুত। অন্ধত্বের ভয় নেই বটে, কিন্তু সচেতন হতে হবে সংক্রমণ আটকাতে। মারাত্মক ছোঁয়াচে হওয়ায় স্কুলে একটি বাচ্চার হলে তার থেকে গোটা ক্লাসের বাচ্চাদের সংক্রামিত হতে সময় নেয় না।

রোগের লক্ষণ

সংক্রমণ আটকাতে

কনজাংটিভাইটিস দ্রুত ছড়ায়। লক্ষণগুলো দেখা দিলে দেরি না করে চিকিতকের কাছে যাওয়াই শ্রেয়। চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডা. শান্তনু মণ্ডল বললেন, "এই সময় বারবার চোখ জল দিয়ে ধুয়ে নিলে ভাইরাল লোড কমবে। এই সময়ে চোখ চুলকাবেই। কিন্তু হাত ধুয়ে চোখে হাত দেবেন। তা হলে ক্ষতি নেই। না হলেই সংক্রমণ হবে। আমরা তো লক্ষ লক্ষ রোগী দেখি, কিন্তু আমাদের হয় না কেন? কারণ চোখে হাত দিই না। এ কথা বড়রা বুঝলে বা মেনে চললেও, ছোটদের সামলানো কঠিন। তাই তাদের দিকে অভিভাবকদের নজর রাখা জরুরি। ডাক্তার না দেখিয়ে কোনও স্টেরয়েডজাতীয় আইড্রপ দিতে যাবেন না। আর এই সময়ে ছোটদের স্কুলে বা সুইমিং পুলে পাঠাবেন না। এই দুটো জায়গা থেকেই এই রোগ ছড়ায় বেশি।" বয়স যা-ই হোক না কেন, আক্রান্তকে আলাদা করে রাখতেই হবে।

সাধারণত কনজাংটিভাইটিস হলে ছোটরা থাকতে না পেরে বারবার চোখে হাত দিয়ে ফেলে। সেই হাত দিয়ে বইখাতা ধরবে, ডেস্কে হাত দেবে, বন্ধুর হাত ধরবে। বন্ধু আবার তার হাত চোখে দেবে। এই ভাবেই রোগ ছড়িয়ে যায়। এই ভাবেই বেশ কিছু স্কুল, গোটা ক্লাস এই রোগে সংক্রামিত হচ্ছে। "বাড়িতে যদি কারও কনজাংটিভাইটিস হয়, সে ছোটই হোক বা বড়, তার তোয়ালে, গামছা অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না। তার বিছানার চাদর, বালিশ যাবতীয় জিনিস আলাদা করে দিতে হবে। সেরে না ওঠা পর্যন্ত বাড়ির ভিতরেই রাখুন সন্তানকে। এই সময়ে চোখের পাতা আটকে যায়, ফুলে যায় বলে চোখ খুলতে অসুবিধে হয়। আলো পড়লেই চোখ বন্ধ হয়ে যায়, যা বেশ যন্ত্রণাদায়ক। এর জন্য গরম জলে তুলো ভিজিয়ে চোখ মুছে দিতে পারেন। এতে চোখ খুলতে সুবিধে হবে। পরীক্ষা দেওয়া, প্রজেক্ট জমা ইত্যাদি যা-ই থাকুক না কেন বাচ্চাদের এই সময়ে স্কুলে পাঠাবেন না," বললেন ডা. চৌধুরী। কনজিংটিভাইটিস থেকে চোখের কর্নিয়ার ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এই বিষয়ে ডা. মণ্ডল বললেন "কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তার জন্য মাইল্ড স্টেরয়েড দেওয়া হয়। যদিও ইতিমধ্যে আমি যতজন রোগী দেখেছি, কারওরই কনজাংটিভাইটিস হওয়ার জন্য কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।" একই আশ্বাস দিলেন ডা. চৌধুরীও। তবে চোখ পুরোপুরি স্বচ্ছ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে পাঠাবেন না। বরং পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিলে সন্তান সারবেও তাড়াতাড়ি।

সাধারণত সিজন চেঞ্জের সময়ে এই অসুখটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়। তবে এই ক'টা দিন বন্ধু, খেলা, মোবাইল, কম্পিউটার সব ফেলে একরাশ অস্বস্তি ও যন্ত্রণা নিয়ে ঘরবন্দি থাকতে হচ্ছে ওদের। তাই সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো বা আইড্রপ দেওয়ার পাশাপাশি অভিভাবকদের মানসিক ভাবে ছোটদের পাশে থাকতে হবে। বোঝাতে হবে কয়েক দিনের বিরতির পরে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে তারা।

পকেটে থাকা ফোন বেজে উঠলেই বুক কেঁপে ওঠে? কোন রোগের লক্ষণ

ঘুমের মধ্যে রাত-বিরেতে হঠাৎ ফোন বাজতে শুনলেই বুক ধড়ফড় করে ওঠে। সাধারণত বিপদের কোনও খবর না হলে এমন সময়ে কারও ফোন আসে না। কিন্তু খাট থেকে নেমে যে ফোন ধরবেন, সে উপায় নেই। ভয়ে এমন সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল যে ফোন ধরতে গেলেও হাত থেকে পড়ে একাকার অবস্থা। আবার ঊর্ধ্বতনের নাম ফোনের পর্দায় ফুটে উঠতে দেখলেই কেউ কেউ ভয়ে সিঁটিয়ে যান। হাতের সামনে ফোন থাকা সত্ত্বেও ধরতে ভয় পান। মনোবিদেরা বলছেন, এ ধরনের উদ্বেগ বা ভয়কে চিকিৎসা পরিভাষায় "ফোন অ্যাংজাইটি" বা "টেলিফোবিয়া" বলা হয়। শুধু বড়দের নয়, ছোটদের ক্ষেত্রেও এমন সমস্যা হতে পারে। স্কুল থেকে বা গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে মা-বাবার কাছে ফোন আসতে দেখলে এমন সমস্যা শিশুদেরও হতে পারে। অনেকেই এই সমস্যাটিকে রোগের পর্যায়ে ফেলতে চান না। বুঝে উঠতে পারেন না, এটি আদৌ কোনও সমস্যা কি না। তবে ২০১৯ সালে করা একটি সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, লন্ডনের বেশির ভাগ অফিস কর্মীই এমন উদ্বেগের সম্মুখীন হয়েছেন। যার প্রভাবে পেশাগত জীবন তো বটেই, ব্যক্তিগত জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ধরনের উদ্বেগের লক্ষণগুলি কি বাইরে থেকে বোঝা যায়?

১) হাতের কাছে ফোন থাকা সত্ত্বেও ফোন ধরতে ভয় পাওয়া।

২) এ ধরনের সমস্যা হলে ফোন ধরে কী বলবেন, তা বুঝতে পারেন না অনেকেই।

৩) ফোনে কথা বলার পরেও সেই আতঙ্ক তাড়া করে বেড়ায়।

আদা দীর্ঘদিন টাটকা রাখার উপায়

সলা হিসেবে তো বটেই, গলা খুসখুস কিংবা ঠান্ডা-কাশিতে আরাম পেতেও এক টুকরো আদা যথেষ্ট। এ কারণে অনেকেই অনেকেই একসঙ্গে বেশ অনেক খানি আদা কিনে রেখে দেন।

কিন্তু আদা সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঘরোয়া পদ্ধতিতে আদা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার কিছু উপায় জেনে নিন।

ফ্রিজে রাখুন: আদা দীর্ঘদিন সতেজ রাখতে চাইলে খোসা সহ গোটা আদা ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। কোনো এয়ারটাইট কৌটা বা প্লাস্টিকের জিপ লক ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। এতে অনেক দিন পর্যন্ত ঠিক থাকবে। এ ছাড়া, আদা কাগজের ব্যাগে কিংবা পেপার টাওয়েলেও মুড়িয়ে ফ্রিজে রাখতে পারেন।

ডিপ ফ্রিজে রাখুন: আদার খোসা ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিন অথবা গ্রেট করে নিন। একটা ট্রে-র উপরে পার্চমেন্ট পেপার পেতে তাতে গ্রেট করা আদা ছড়িয়ে দিন। এবার এই আদার ট্রে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। আদা জমে গেলে এয়ারটাইট কৌটায় ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। ফ্রোজেন আদা ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া, ভ্যাকিউম সিল ব্যাগে আদা ভরেও ফ্রিজারে রাখতে পারেন।

আদা বাটা: আদার খোসা ছাড়িয়ে বেটে নিন। অল্প পরিমাণ পানি বা তেল দিয়ে বাটতে পারেন। একটি পরিষ্কার, বায়ুরোধক বয়ামে আদার পেস্ট ভরে ফ্রিজে রাখুন। খেয়াল রাখবেন যেন সঠিকভাবে বন্ধ থাকে কন্টেনার। এই উপায়ে প্রায় ১ থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকে আদা বাটা।

লেবুর রস: আদার খোসা ছাড়িয়ে এয়ার টাইট কৌটায় রাখুন। উপর থেকে ভিনেগার বা লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। কৌটার ঢাকনা বন্ধ করে ফ্রিজে রেখে দিলে বেশ অনেক দিন আদা ফ্রেশ থাকবে। তবে খাওয়ার আগে এই আদার টুকরো ভালো করে ধুয়ে নেবেন।

ডিম-দুধ একসঙ্গে খেলে হতে পারে হজমে সমস্যা

দিনে বেশ কয়েকটি ডিম খেয়ে থাকেন স্বাস্থ্য সচেতনরা। এর পাশাপাশি নাস্তা বা রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ অভ্যাস অনেকেরই আছে। আবার জিমে গিয়ে যারা নিয়মিত মাসল বিল্ড আপের চেষ্টা করছেন তাদের অনেকেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়েও খেয়ে নেন।

নিঃসন্দেহে এই দুটি খাবার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তবে ডিম আর দুধ একসঙ্গে খেলে কী হয় তা অনেকেরই অজানা। যদিও এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে।

অনেকের মতে, ডিম আর দুধ একসঙ্গে খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। তবে যাদের হজমজনিত সমস্যা নেই তারা এই দুটি খাবার একসঙ্গে খেতে পারেন। দুধ-ডিমে স্বাস্থ্যকর ও উচ্চমাত্রায় প্রোটিন সমৃদ্ধ।

তবে পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, একসঙ্গে দুধ ও ডিম খেলে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, দুধ আর ডিম একসঙ্গে খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে-

আসলে ডিম-দুধ উভয়ই হেলদি ফ্যাট, প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড ও ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ। যা শরীর ও মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়ুর্বেদ মতে, একসঙ্গে দুই রকম প্রোটিন খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। যেমন- পেট ফুলে থাকা, অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, এমনকি ডায়রিয়াও হতে পারে। অনেক সময় ত্বকেও ইনফেকশন হতে পারে।

তবে বেকিং বা রান্নার ক্ষেত্রে ডিম-দুধের মিশ্রণের কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয় না। তবে ভুলেও দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাবেন না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেলে হজমের সমস্যা শুরু হয় ও সালমোনেলারমতো রোগও হতে পারে। দুধ-কাঁচা ডিম একত্রিত করলে ফুড পয়েজনিং ও বায়োটিনের ঘাটতি হতে পারে।

এ কারণেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাওয়া উচিত নয়। দিনের পর দিন এটি খেলে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাড়ে। তবে রান্না ছাড়া ডিম-দুধ না খাওয়াই ভালো। এই দু'ধরনের প্রোটিন খাওয়ার মধ্যে অন্তত এক ঘণ্টা গ্যাপ রাখা ভালো। তাহলে হজম ভালো হবে।

কোন কোন শারীরিক সমস্যায় হাই ওঠে?

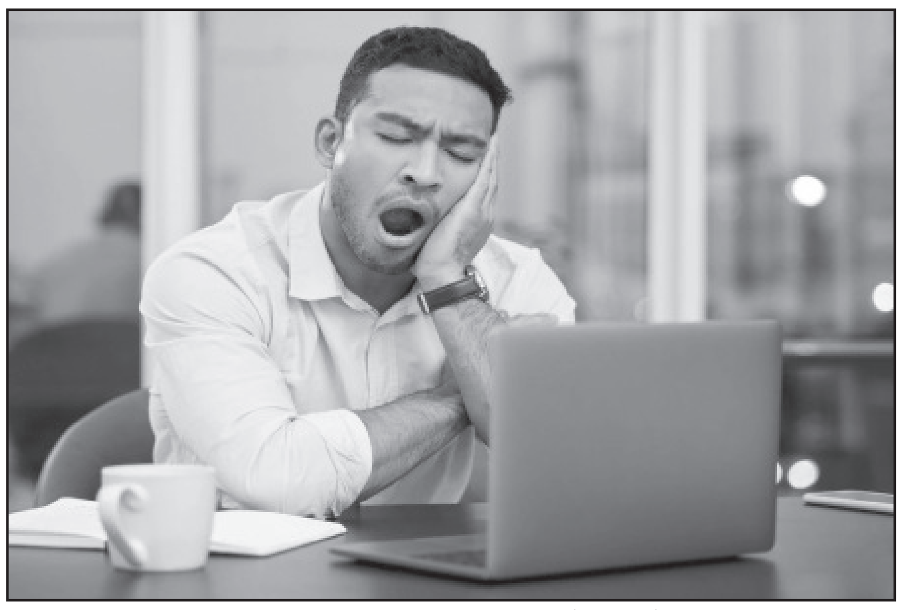

সারা দিন হাড়ভাঙা খাটনির পর নিজের বিছানায় পিঠ ঠেকানো মাত্রই হাই উঠতে থাকে। আবার দুপুরে ভালমন্দ খাওয়ার পরই কাজে ফেরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, পেটভর্তি হলেই বার বার হাই উঠতে থাকে। রাতে ভাল ঘুম না হলেও সারা দিন ধরে হাই উঠতে থাকে অনেকের। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, শুধু ঘুম পাওয়া বা অত্যধিক পেট ভর্তি হয়ে যাওয়াই হাই ওঠার কারণ হতে পারে না।

মিনিট পনেরোর ব্যবধানে তিন বার বা তার বেশি হাই উঠতে থাকলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।

১) অনিদ্রা

এক আধটা দিন রাত জেগে গল্প করলে বা সিনেমা দেখলে পরের দিন সকাল থেকে ক্লান্ত লাগতেই পারে। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে বার বার হাইও উঠতে পারে। কিন্তু "স্লিপ অ্যাপনিয়া" বা 'ইনসমনিয়া'র মতো সমস্যা থাকলে কিন্তু নিয়মিত ঘুমে আসতে সমস্যা হয়। তাই অতিরিক্ত হাই উঠলে সাবধান থাকা উচিত।

২) ওষুধের প্রভাব

নির্দিষ্ট কোনও ওষুধের প্রভাবেও অতিরিক্ত হাই উঠতে পারে। কাশির কমানোর বা স্নায়ুর কোনও রোগের ওষুধ খেলে আচ্ছন্ন ভাব থাকে অনেকেরই।

৩) মস্তিষ্কে ক্লান্তি

মাথার অতিরিক্ত পরিশ্রম হলেও হাই ওঠা স্বাভাবিক। এ ছাড়াও পার্কিনসন্স বা স্কেলেরোসিসের মতো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অত্যধিক হাই উঠতে দেখা যায়।

৪) উদ্বেগ

চিকিৎসকেরা বলছেন, অত্যধিক মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের মধ্যে থাকলেও অতিরিক্ত হাই ওঠে অনেকের। কোনও বিষয় নিয়ে মনের মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হলেও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫) হার্টের সমস্যা

শরীরে অক্সিজেনের জোগান অব্যহত রাখতে অনেক সময়েই অতিরিক্ত হাই উঠতে দেখা যায়। পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছলে হার্টের রোগ দেখা দিতে পারে। তাই হার্টের সমস্যার অন্যান্য লক্ষণের পাশাপাশি যদি অতিরিক্ত হাই ওঠে তবে দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ওজন বাড়াবে যে খাবারগুলো

বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে ১৫-২০ শতাংশ কম হলে তাকে কম ওজনের অধিকারী বলা হয়। যাদের বয়স অনুযায়ী শরীরের ওজন অনেক কম, তাদের চিন্তার শেষ থাকে না। তাই ওজন বাড়াতে চাইলে নিচের খাবারগুলো খেতে পারেন-

কলা: সুস্বাদু ফল কলা ওজন বাড়াতে সহায়ক। পটাশিয়াম, কার্বোহাইড্রেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মিলবে এতে। একটি কলায় ১০০ ক্যালরির বেশি থাকে।

পিনাট বাটার: দোকানে বাদামের বাটার কিনতে পাওয়া যায়। চাইলে চিনাবাদাম পিষেও পেস্ট বানানো যায়। প্রতিদিনি সকালের নাশতায় এ খাবারটি খেলে ওজন বাড়বে নিশ্চিত।

ডিম: ডিমে মধ্যম মানের ক্যালরি, উচ্চমাত্রার ভিটামিন এ, ডি ও ই আছে। ডিম একটি খেলেই বেশ পেট ভরে যায়। প্রতিদিন ডিম খেলে ওজন বাড়ে।

পনির: পনিরে উচ্চমাত্রার ফ্যাট থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। সবজির তরকারিতেও পনির মিশিয়ে খেতে পারেন।

সামুদ্রিক মাছ: চর্বিযুক্ত সামুদ্রিক মাছে ওজন বাড়ে। আর খাবার হিসেবে তা খুবই পুষ্টিকর। ওজন বাড়াতে চাইলে সামুদ্রিক মাছ খেতে পারেন।

বাদামি চাল: এই চালে কার্বোহাইড্রেটে ভরপুর। আরও আছে স্বাস্থ্যকর ফাইবার। আবার পাস্তা বা বাদামি রুটিতেও উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই এ চালের ভাত খাওয়ার অভ্যাস করুন।

মুরগি: মাঝারি আকারের এক টুকরো মুরগির মাংসে ১০০ ক্যালরি থাকে। যদি বেশি বেশি ক্যালরি পেতে চান তো মুরগির বুকের মাংসের ওপর ভরসা করতে পারেন।

আলু: আলু একটি উত্তৃষ্ট খাবার। কার্বোহাইড্রেটপূর্ণ এ সবজিতে আছে ভিটামিন সি আর ফাইবার। স্বাস্থ্যকর খাবারটি খুব দ্রুত কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আপনার ওজন বাড়িয়ে দেবে।

এ ছাড়াও খাবার খাওয়ার সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন- একসঙ্গে অনেকটা খাওয়া: সারাদিনে তিনবার খান। একসঙ্গে অনেকটা খাবার খেয়ে নেন। এতে বিপাকীয় হার স্লথ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর তা না হলে ওজন বাড়বে না। তাই তিনবার না খেয়ে বারে বারে খাবার খান। ফ্যাট জাতীয় খাবার: ফ্যাট জাতীয় খাবার বেশি করে পাতে রাখুন। এর মধ্যে বেছে নিন বাদাম, বীজ জাতীয় খাবার। এগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। এটি রোগা শরীরের জন্য বিশেষভাবে জরুরি। খিদে বাড়ানোর খাবার: খিদে বেড়ে যায়, এমন খাবার বেশি করে খান। আদা, রসুন, দারচিনি, গোলমরিচের মতো মশলাগুলো পিত্তরস-সহ বেশ কিছু উৎসেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। এতে খিদেটাও বেশ তাড়াতাড়ি আসে। মানসিক চাপ কমান: মানসিক চাপ অনেক সময় ওজন বাড়িয়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন। এর জন্য ডিপ ব্রিদিংয়ের সাহায্য নিতে পারেন।

যে খাবারে রাতে ঘুম হবে গভীর

রাতে ঘুম কম হলে তার প্রভাব শরীরে পড়বেই। যেমন- সারাদিন মাথা ঝিম ঝিম করা, চোখের নিচে কালি পড়া, কাজে মনোযোগ না থাকা, ত্বক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়া ইত্যাদি সমস্যা ঘুম না হওয়ার কারণেই দেখা দেয়। টানা নিদ্রাহীনতা হতে পারে আরও বড় কোনো অসুখের কারণ। কম ঘুম তাই আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু পাঁচ খাবারে আপনার এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। হালকা গরম দুধ হালকা গরম দুধ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। হালকা গরম দুধ পান করলে শরীরে আরাম হয়, যার ফলে অস্থিরতা দূর হয় এবং ঘুম ভালো হয়। দুধে ট্রিপটোফান এবং মেলাটোনিনের মতো উপাদান থাকার কারণে ঘুম আসতে সমস্যা হয় না। রাতে ঘুমানোর আগে এটি খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। আখরোট আখরোট খেলে ভাল ঘুম হয়। আখরোটের মতো বাদাম মেলাটোনিনের ভাল। আখরোটে ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা ভাল হতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এগুলোতে আলফা লিনোলিক অ্যাসিড রয়েছে যা এক ধরণের ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এটি শরীরে ডিএইচএ-তে রূপান্তরিত হয় যা অনিদ্রা দূর করে। বার্লি ভালো ঘুম পেতে বার্লি গ্রাস অত্যন্ত উপকারী। এই উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে- ক্যালসিয়াম, ট্রিপটোফ্যান, জিঙ্ক, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম যা স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহায়তা করে। কলা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী কলা। কলাকে ম্যাগনেসিয়াম, ট্রিপটোফ্যান, ভিটামিন বি৬, কার্বোহাইড্রেট এবং পটাসিয়ামের মতো উপাদানের ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনিদ্রা দূর করতে অত্যন্ত সাহায্য করে কলা। কুমড়ার বীজ কুমড়ার বীজ অনিদ্রার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। কুমড়ার বীজ ট্রিপটোফ্যানের একটি ভাল উৎস। এছাড়া কুমড়ার বীজে জিঙ্ক,

কপার এবং সেলেনিয়ামের মতো পুষ্টিকর উপাদান পাওয়া যায়। এ সমস্ত উপাদান গভীর ঘুম আনতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলা গুলি সাংবাদিকসহ আহত ৩০

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১১।। বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা রাজধানী ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন। চেষ্টা করেও তাদের ঠেকাতে পারেনি পুলিশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার দিকে শাহবাগে গিয়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে ফেলেন আন্দোলনকারীরা। তাদের একটি অংশ মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়। অন্যরা শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন। পরে তারা শাহবাগ থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় পর্যন্ত সড়ক ব্লক করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যারিকেডে ভেঙ্গে ফেলার সময় শিক্ষার্থীরা 'ভুয়া' 'ভুয়া' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। পাশে পুলিশ সদস্যদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

এদিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় কোটাবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের গুলি ও টিয়ারসেল দিয়ে ধাওয়া দিয়েছে পুলিশ। এতে সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ৩০জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরীর বটতলী স্টেশন থেকে মিছিল নিয়ে এসে টাইগারপাস সড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাদের বাধা দেয় পুলিশ। একপর্যায়ে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেয়। কুমিল্লা কোটবাড়িতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধের জন্য যাওয়ার পথে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাধা দিয়েছে পুলিশ। একপর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল ছোড়ে। বিপরীতে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল মেরেছেন শিক্ষার্থীরা।

ব্রিকস প্লেনারি সেশানে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রী আজ অসম ও মেঘালয় সফরে যাবেন

নয়াদিল্লী, ১১ জুলাই : উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার) এবং যোগাযোগ মন্ত্রকের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া ১২ এবং ১৩ জুলাই শিলং (মেঘালয়) এবং গুয়াহাটি (অসম) সফর করবেন।

শ্রী সিন্ধিয়া ১২ জুলাই এই অঞ্চলে চালু বিভিন্ন প্রকল্প এবং উদ্যোগের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে ডোনার, উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ (এন ই সি) এবং রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সাথে শিলংয়ে অবস্থিত এন ই সি সচিবালয়ে পর্যালোচনা সভায় পৌরোহিত্য করবেন। এই সফরকালে তিনি এন ই সি-র ভবিষ্যত দিশা পত্র বা এন ই সি ভিশন ২০৪৭ নিয়ে আলোচনা করেবন এবং এনই রেস (ঞ্জক্কট্টঙক্ষক্ক) নামে অ্যাপ চালু করবেন। এনই রেস (ঞ্জক্কট্টঙক্ষক্ক) হল একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা কৃষকদের বৈশ্বিক বাজারের সাথে সংযুক্ত করতে তৈরী করা হয়েছেঊ তেমনি, সরাসরি লেনদেন এবং মূল্য বিষয়ে আলোচনা করা যাবে এই অ্যাপ এর মাধ্যমে। অ্যাপটিতে বহুভাষিক হেল্পলাইন রয়েছে (ইংরেজি, হিন্দি, অসমীয়া, বাংলা, নেপালি, খাসি, মিজো এবং মণিপুরি) ঊ এর মাধ্যমে কৃষক এবং বিক্রেতারা এক মঞ্চে আসতে পারবেনঊ এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতে কৃষি সংযোগ বৃদ্ধি পাবে। কৃষক এবং ক্রেতাদের মধ্যে ব্যবধান দূর করার মাধ্যমে, এনই রেস কৃষকদের ব্যাপকভাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে, তাদের আয়ের উন্নতি করতে এবং নতুন সুযোগগুলি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়ক হবে।

শ্রী সিন্ধিয়া ১৩ জুলাই, অসমের গুয়াহাটিতে নিডফি (ঞ্জক্কঙ্গচজ্জ) হাউসে এর কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন এবং এই বৈঠকে এই অঞ্চলের শিল্প উদ্যোগী এবং স্টার্টআপগুলিকে উন্নীত করার উপায় নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়নে যে অগ্রাধিকার দিয়েছে এরই প্রতিফলন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার মেঘালয় এবং অসম সফর। পরিকাঠামো, সংযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্টার্টআপ, উদ্যোক্তা এবং পর্যটন উন্নয়নের উপর নজর দিয়ে ”বিকশিত ভারত” এবং ”বিকশিত উত্তর পূর্ব”- দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর এই সফর। তাঁর এই সফরের আগে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মেঘালয় এবং অসমের জনগণের উদ্দ্যেশে তাঁর উতাহের কথা জানান : 'সুন্দর রাজ্য মেঘালয় এবং অসম পরিদর্শন করা এবং আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অগ্রগতি দেখার জন্য আমার এই সফর নিয়ে আমি পুলকিত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল একটি প্রাণবন্ত এবং সমৃদ্ধ উত্তর-পূর্ব গড়ে তোলা এবং বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবদান রাখা।'

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে এলওসি-র কাছে বিস্ফোরণ, তল্লাশি নিরাপত্তা বাহিনীর

জম্মু, ১১ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলওসি) কাছে বিস্ফোরণে আতঙ্ক ছড়ালো। বুধবার রাতের এই বিস্ফোরণের পর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, “বুধবার গভীর রাতে রাজৌরি জেলার লাম সেক্টরে এলওসি জুড়ে সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পাওয়া যায়। ওই গতিবিধির সময় নিয়ন্ত্রণ রেখার খুব কাছে বিস্ফোরণ হয়েছিল।”

অসাবধানবশত নাকি ইচ্ছেকৃত ভাবে ওই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তা জানা যায়নি। বিস্ফোরণের পরই জোরদার তল্লাশি চালানো হয়। তবুও ওই স্থান থেকে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।

সমাজের প্রচলিত সংস্কার ভেঙে 'দ্বিজা' হল দিভিজা

সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.): ”বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনি চিনি কী প্রকারে...”। লালন ফকিরের এই দুই স্তবকের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে সেই চিরন্তন প্রশ্ন, উপবীত ধারণ তো ব্রাহ্মণ করে। তাহলে ব্রাহ্মণী চেনার উপায় কী? মেয়েদের আবার পৈতে? কিন্তু সেই রেওয়াজ-ও ছিল একসময়। বৈদিক যুগে মেয়েরাও ”দ্বিজা” হতেন। সেই হারিয়ে যাওয়া প্রথারই পুনরাবৃত্তি হলো কামারহাটির কন্যা দিভিজা-র উপনয়নের মাধ্যমে। বৃহস্পতিবার বৈদিক যুগের সেই রীতি ফিরিয়ে আনলেন দিভিজা-র বাবা বিবেকানন্দ রায় এবং মা দেবলীনা রায়। বিবেকানন্দ বাবু পেশায় রাশিবিজ্ঞান (স্ট্যাটিস্টিক্স)-এর অধ্যাপক। ২০০৩ থেকে রয়েছেন বিদেশে। আর ২০০৮ থেকে বিদেশেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেও বছরের এই সময়টায় নিয়ম করে আসেন মাতৃভূমিতে। তিনি বলেন, তাঁর দুই কন্যা দিভিজা ও দিভিনা। কন্যার জন্মের পরেই স্থির করেছিলেন, ফিরিয়ে আনবেন বেদ-উপনিষদ যুগের প্রথা। সেই মতোই বছরদুয়েক আগে থেকে যোগাযোগ শুরু করেন কুলপুরোহিতের সঙ্গে। কিন্তু নানা

টালবাহানা করে মেয়ের পৈতে দেওয়া থেকে বিরত থাকেন পরিবারের সেই পুরোহিত। কিন্তু তাতে টলাতে পারেননি বিবেকানন্দ বাবুকে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেই শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) আর্য সমাজের পন্ডিতের মাধ্যমে কন্যার উপনয়ন প্রথা সম্পন্ন করলেন তিনি। বিবেকানন্দ বাবু বলেন, 'বৈদিক যুগে মেয়েদের পৈতে দেওয়ার চল ছিল। এখন শুধু ছেলেদের পৈতে হলেও বৈদিক যুগে এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের বিভাজন ছিল না। বৈদিক যুগে গার্গী, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ীর মতো মহিলা ঋষিরাও ছিলেন। এখন উপনয়ন শুধু ছেলেদের-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেটা কেন হবে? এই সংস্কার ভেঙে এগিয়ে আসা উচিত সকলের। কথায় আছে, 'উপ অর্থাৎ কাছে, নয়ন মানে যাওয়া। পৈতে অর্থাৎ উপনয়ন হলো পড়াশোনার জন্য আচার্যসমীপে যাওয়া। ঋষিরা হচ্ছেন গোত্র প্রবর্তক সত্যদ্রষ্টা মুনি। যাঁদেরই গোত্র আছে তাঁরা সবাই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বংশধর। শিক্ষা সত্যের দুয়ার খুলে দেয়। সেই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই ”সমাজ কী বলবে!” সেসব না ভেবে সমাজের সংস্কার ভেঙে এগিয়ে এলেন বিবেকানন্দ বাবু। দিভিজা অর্থাৎ স্বর্গে জাত যে। শুধু স্বর্গেই জন্মগ্রহণ নয়, বাবা-মার দৌলতে এবার দ্বিজত্ব (দ্বিতীয় জন্ম) পেল সে। 'দ্বিজা' হলো দিভিজা! ঘটনাচক্রে তার ডাকনামও যে দ্বিজা!

গুয়াহাটিতে শুরু হল তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের উত্তরপূর্ব আঞ্চলিক সম্মেলন, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মত বিনিময়ের এক বড় মঞ্চ এই সম্মেলন: মহা নির্দেশক

গুয়াহাটি, ১০ জুলাই : তথ্যসম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে উত্তরপূর্বাঞ্চলের সমস্ত মিডিয়া কার্যালয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুয়াহাটিতে বুধবার শুরু হয়েছে তিন দিনের উত্তরপূর্ব আঞ্চলিক সম্মেলনঊ এই তিনদিন ব্যাপী সম্মেলনে জ্ঞাপন ও প্রচার কর্মসূচির পাশাপাশি আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয় নিয়েও পর্যালোচনা করা হবেঊ বুধবার সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রকের আঞ্চলিক মহানির্দেশক কে. সতীশ নাম্বুদিরিপাদ বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলে স্থিত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের জ্ঞাপন ক্ষেত্রের অধীন সমস্ত শাখা কার্যালয়ের কাজকর্মকে সার্বিক ও সাবলীল করে তোলার লক্ষ্যে পারস্পরিক মত-বিনিময় ও বোঝাপড়া গড়ে তোলার জন্য এক বৃহৎ মঞ্চ হয়ে উঠবে এই সম্মেলন। উত্তরপূর্বাঞ্চল জুড়ে জন-তথ্য সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে এই সম্মেলন।

সম্মেলনের মুখ্য দিক হলো উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস এর আধিকারিকদের নেতৃত্বে সরকারের নীতি, পদক্ষেপ ও কর্মসূচি নিয়ে জ্ঞাপন ও প্রচার সংক্রান্ত কাজকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাঊ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মেলনে নয়াদিল্লি থেকে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'র অতিরিক্ত মহা নির্দেশক কৃপাশংকর যাদব এবং উত্তরপূর্বের অতিরিক্ত মহা নির্দেশক জেন নামচুওঊ অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'র প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেনঊ তাছাড়া, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের আট রাজ্যের কার্যালয়ের প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেনগুয়াহাটিতে শুরু হল তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের উত্তরপূর্ব আঞ্চলিক সম্মেলন, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মত বিনিময়ের এক বড় মঞ্চ এই সম্মেলন: মহা নির্দেশক

তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের (সিবিসি) ক্ষেত্রীয় ইউনিটগুলোর মাধ্যমে সরকারী প্রকল্প এবং কর্মসূচীর প্রচার কার্যসূচীগুলো তুলে ধরা হয়।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মন্ত্রকের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহানির্দেশক কে সতীশ নাম্বুদিরিপাদ বলেন, সিবিসি-র উত্তর-পূর্ব সম্মেলনের লক্ষ্য হল, পারষ্পরিক ভাবধারার বিনিময় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যা বিভিন্ন আঞ্চলিক ইউনিটগুলিতে প্রচার ও জ্ঞাপন কর্মসূচির সুষ্ঠ পরিচালনা নিশ্চিত করবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কর্মরত কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ব্যুরোর ক্ষেত্র ইউনিটগুলির সমস্যা ও উদ্যোগগুলি তিনি পর্যালোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কিত বিষয়গুলি অবশ্যই জাতীয় ক্ষেত্রে তুলে ধরতে হবে।

সম্মেলনে ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে কর্মরত আধিকারিকদের নেতৃত্বে সরকারের কর্মকান্ড নিয়ে জন সচেতনতা প্রচার কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের আধিকারিকরা তাঁদের নিজ নিজ জোনে প্রচার করার সময় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন তা তারা তুলে ধরেন। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর নয়াদিল্লি কার্যালয়ের অতিরিক্ত মহানির্দেশক কৃপা শঙ্কর যাদব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জেন নামচুও সম্মেলনে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

এনসিসি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর, মত বিনিময় আধিকারিকদের সঙ্গে

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.) : প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে এনসিসি ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসি ডায়রেক্টরেটের এডিজি, এনসিসি-র আধিকারিক, প্রশিক্ষক এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। তিনি দেশ গঠনে এনসিসির ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

ভারতীয় সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনীর ক্যাডেটরা যৌথভাবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনারে সম্মানিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসির এডিজি মেজর জেনারেল বিবেক ত্যাগী উভয় রাজ্যে এনসিসির প্রশিক্ষণ, অ্যাকাডেমির প্রয়োজনীয়তা সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বিষয়ে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

করিমগঞ্জের সিংলা নদী থেকে বাজেয়াপ্ত অবৈধ বালু তোলার পাম্প মেশিন

পাথারকান্দি (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জের সিংলা নদী থেকে দোহালিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের আধিকারিক ও কর্মীরা অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছেন একটি বালু তোলার পাম্প মেশি।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে দোহালিয়ার রেঞ্জার প্রণব কলিতার নেতৃত্বে ডেপুটি রেঞ্জার প্রদীপ বারই, বনকর্মী দিলোয়ার হোসেন, বিনোদকুমার দেউরি, ফরেস্ট প্রটেকশন টিম ও সিআরপিএফ বাহিনী রূপাগ্রামে সিংলা নদীতে অভিযান চালিয়ে বালু উত্তোলনের পাম্প মেশিন সহ বেশ কিছু অনুষঙ্গিক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে।তবে এর সঙ্গে কোনও বালু মাফিয়াকে ধরতে পারেননি বন দফতরের অভিযানকারীরা। বাজেয়াপ্তকৃত পাম্প মেশিনটি নিয়ে আসা হয় বিভাগীয় কার্যালয়ে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন, বিশেষ বার্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং স্বাস্থ্য প্রতি মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'যখন আমরা বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস নিয়ে কথা বলি, তখন তা প্রতিফলিত করার একটি দিন যে, আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা কোথা থেকে শুরু করেছি, কোথায় গিয়েছি এবং কোথায় পৌঁছেছি। সময়ে সময়ে আমাদের প্রচেষ্টা এবং প্রতিশ্রুতি নিরন্তর এবং সংগতিপূর্ণ হয়েছে, আমরা একটি কৌশল থেকে অন্য প্রোগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি না। আমরা নিজেদের কৌশল উন্নত করেছি।'

উপত্যকায় বারবার জঙ্গি হামলা, প্রতিবাদ কংগ্রেসের

জম্মু, ১১ জুলাই (হি. স.): উপত্যকায় বেড়েছে জঙ্গি হামলার ঘটনা, প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পথে নামলো কংগ্রেস। কেন্দ্রে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ দিনই রিয়াসিতে তীর্থযাত্রীদের গাড়িতে জঙ্গি হামলা হয়। এছাড়া পুঞ্চ, রাজৌরিতেও হামেশাই সন্ত্রাসবাদী হামলা হচ্ছে। আর এর প্রতিবাদেই বৃহস্পতিবার জম্মুতে কংগ্রেসের তরফ থেকে মিছিল হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা—কর্মীরা। জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতা বিকার রসুল ওয়ানি বলেন, জম্মু কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার ঘটনা বেড়েছে, আমাদের প্রতিবাদ এই হামলার বিরুদ্ধে। আমরা কেন্দ্রের কাছে উত্তর চাই যে, এই সমস্যার সমাধান কবে হবে। আমাদের দাবি নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান এবং উপত্যকার বাসিন্দারা সকলেই যেন নিরাপদ থাকে।

করিমগঞ্জে তিন কোটির পর উদ্ধার আরও ৩০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, গ্রেফতার মোট তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পৃথক দুই স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ একদিনে মোট প্রায় ৩৩ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে মোট তিনজনকে। গতকাল বিকাল প্রায় চারটা নাগাদ বদরপুর থানার অন্তর্গত ভাঙ্গা এলাকায় তিন কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় একজনকে। এদিনই রাতে রাতাবাড়ি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেটের সঙ্গে দুই মাদক পাচারকারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মাদক-বিরোধী দুটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস।

আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস জানান, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাতে রাতাবাড়ি থানা এলাকায় এএস ২৩ জেড ৬১৪৫ নম্বরের একটি জ্বালানি তেল পরিবাহী ট্যাংকারের গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালানো হয়। তালাশিতে ট্যাংকারের ভিতর থেকে এক লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন তাঁরা। তিনি জানান, ইয়াবা পরিবাহী ট্যাংকারটি মিজোরামের চাম্পাই থেকে রাতাবাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা যথাক্রমে নজমুল হুসেন এবং মুতলিব আলি। দুজনেই করিমগঞ্জ জেলার পাথরকান্দি এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে দুজনকে হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে, জানান এসপি দাস। পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস আরও জানান, এর আগে অন্য এক গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গতকাল (বুধবার) বিকাল প্রায় চারটা নাগাদ বদরপুর থানার অন্তর্গত ভাঙ্গার মালুয়া এলাকায় পিআইসিপি-র অধীন জালালপুরে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শেঠি মিলের কাছে অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁরা। অভিযানে ২,০০০টি ট্যাবলেট ভরতি চারটি প্যাকেট থেকে আট হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। এসপি দাস জানান, বদরপুরে পরিচালিত অভিযানে স্থানীয় সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্বনামধন্য স্বতন্ত্র সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া গতরাতে রাতাবাড়িতে পরিচালিত অভিযানেও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষী রেখে ভিডিও করে ৩০ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। দুটি অভিযান নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী মোবাইল ফোন এবং ই-সাক্ষ্য অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে, জানান পুলিশ সুপার পার্থসারথি দাস।

একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে মুম্বই রওনা মুখ্যমন্ত্রী, উদ্ধব ও শরদের সঙ্গে করবেন বৈঠক

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): দলীয় ও ব্যক্তিগত কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশ নিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিন দিনের সফরে মহারাষ্ট্র রওনা হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। শুক্রবার তিনি মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ছাড়াও এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন।

পাশাপাশি শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির এক পারিবারিক অনুষ্ঠানেও তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতায় ফেরার কথা। এদিন মুম্বই রওনা হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়েতে যোগ দিতে আমি মুম্বই যাচ্ছি।

ট্রেনে কাটা পড়ে মহিলার মৃত্যু

ডানকুনি, ১১ জুলাই (হি.স.) : হুগলি জেলার ডানকুনিতে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। জ্জ ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, ডানকুনি পৌরসভার ছয় নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ডলি ঘোষ সকালে বাজারে গিয়েছিলেন। ডানকুনির ১০ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তার। রেলওয়ে পুলিশ দেহের টুকরোগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মহিলা ট্রেনে ধাক্কা মারার পর তাঁর ছেলে সুখেন ঘোষ ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। মায়ের দেহের টুকরো সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা রেলওয়ে পুলিশ ও ডানকুনি থানায় খবর দেন। ডানকুনি পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সুখেন ঘোষ মানসিক ভারসাম্যহীন।এটা তার কথা থেকে বোঝা যায়। তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আহত এক

● প্রথম পাতার পর

হল দুজনের। আহত হয়েছেন একজন। বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ অফিসের সামনে। টিআর ৩১৪১৯ নাম্বারের একটি বাস গাড়ি উদয়পুর থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে বিশালগড় বিদ্যুৎ অফিসের সামনে দ্রুত গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে টিআর ০৩ এইচ ৮৮২৭ নাম্বারের বাইকে ধাক্কা দেয়। বাইকে ধাক্কা দেওয়ার পর টিআর ০১ এজে ৪৫১৭ নম্বরের স্কুটিতে ধাক্কা দেয়। দ্রুতগতির বাসের ধাক্কায় বাইক সহ বাইকে থাকা দুই যুবক বাসের নিচে পিষে যায়। ঘটনাস্থলেই বাইক চালকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা বাইক চালক সহ আহত তিনজনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক সেখানে দুইজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্কুটি চালকের আঘাতও গুরুতর রয়েছে। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জানা যায় মৃত দুজনের নাম রাকেশ দেবনাথ ,পিতা জগদ্বীশ দেবনাথ, বাড়ি উদয়পুর, এবং প্রণব দাস, পিতা যুবরাজ দাস ।বাড়ি ফোটামাটি লক্ষ্মীপুর ,থানা আর কে পুর। আহত স্কুটি চালকের নাম প্রসেনজিৎ ভৌমিক পিতার নাম পরেশ ভৌমিক বাড়ি চড়িলাম ছেচুড়িমাইল এলাকায়। আহত স্কুটি চালককে আগরতলা হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। পুলিশ ঘাতক বাস সহ বাইক,স্কুটি আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। এব্যাপারে মামলা গৃহীত হয়েছে।

টিমের হানা

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক। বেশিরভাগ দোকানেই সঠিকভাবে ব্যবসা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। অসৎ উপায়ে বিক্রি রুখতে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকেরা।

এদিনের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সদর ডিসিএম সহ খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সহ সেল ট্যাক্সের আধিকারিকেরাও।

হাসপাতাল চত্তর

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।এদিকে রোগীর পরিবারের আরো অভিযোগ, ধীরেন্দ্র দেবনাথ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাকে এক্সরে করার জন্য সাধারণ রোগীদের মধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় কেন ঐ রোগীকে ইমাজেন্সি এক্সরে করার জন্য হাসপাতালের তরফ থেকে লিখে দেওয়া হলো না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন পরিবারের সদস্যরা।

ধসের জেরে সড়কপথে দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন সিকিম

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই (হি.স.) : লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে কোথাও রাস্তায় ভূমিধস নেমেছে, আবার কোথায় রাস্তা ধসে গিয়েছে। যার ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ। শিলিগুড়ি ও সিকিমের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ভূমিধসে অবরুদ্ধ ১২ দিন ধরে। এতদিন আলগাড়া-লাভা হয়ে ঘুরপথে প্রতিবেশী রাজ্যটিতে যাতায়াত চলছিল। মেরামতের জন্য বৃহস্পতিবার সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হল প্রশাসনের তরফে। যার ফলে সড়কপথে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিকিম ।সম্প্রতি কালিম্পংয়ের বিরিকদারা ও সেলফিদারার মধ্যে ভয়ংকর ধস নেমেছে। সেবক থেকে তিস্তাবাজারে যাতায়াতের পথে বেশ কিছু এলাকায় সড়ক তিস্তার জলে তলায়। লিকুভির, মেল্লি বাজার, ২৭ মাইল, সেলফিদারা সহ সড়কের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেকারণে এতদিন সেবক-লাভা-আলগাড়া হয়ে গ্যাংটকে যাতায়াত চলছিল। বিকল্প রুটও যে কোনও মূহূর্তে বন্ধ হতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মনোনয়নপত্র জমা

● প্রথম পাতার পর

অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প সম্পর্কে তার বক্তব্য, রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি একটি ফ্লপ প্রকল্প। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করতে সাধারণ মানুষের জন্য এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস কর্মীদের একত্রিত হতে আহবান করেন কংগ্রেস বিধায়ক।

এদিকে ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়ক জানান, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল স্তরে নেতৃত্বদের উপরি বিষয়টি ছাড়া হয়েছে। উভয় দলের মধ্যে স্থানীয়ভাবে কথাবার্তার মাধ্যমে প্রার্থী প্রদান করা হবে। অর্থাৎ স্পষ্টত কিছু না বললেও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বামেদের বাদ দিয়ে কংগ্রেস একা লড়াইয়ের পথে হাঁটছে না, এমনটাই ধারণা করা যাচ্ছে।

এদিকে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই মনোনয়ন পত্র জমা দিতে নেমে পড়েছে বামফ্রন্ট। আজ মিছিল করে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বামেরা। এ-উপলক্ষ্যে আয়োজিত পথ সভায় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর কটাক্ষ, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দল বিজেপি ৯৬ শতাংশের অধিক আসন বলপূর্বক দখল করেছে। এই নির্বাচনে তার যোগ্য জবাব দিতে হবে।

এদিন বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর বলেন, আজ থেকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। এই নির্বাচন সারা দেশ বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সদ্য লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। গ্রামীণ ভারতে ১৫৯টি লোকসভা আসনে বিজেপি জোট পরাজিত হয়েছে। রাজ্যে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে।

তাঁর দাবি, সারা রাজ্যে শুধু লুঠ চলছে। শাসক দল বিজেপির সমর্থিত একটি গোষ্ঠী মানুষের উন্নয়নের কোটি কোটি টাকা লুটে খাচ্ছে। তাই, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই লুঠেরা বাহিনীকে হারান, তিনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন রাখেন। তাঁর সাফ কথা, বামফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়েছি। ফলে, বিজেপিকে কোন ব্যক্তি হারাতে চাইলে তাঁকেও সমর্থনে আমরা প্রস্তুত।

এদিন সিপিএম নেতা পবিত্র কর বলেন, আজ ৩৫টি আসনে বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেবেন। পর্যায়ক্রমে সমস্ত আসনেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট প্রস্তুতি নিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে অবাধ ভোটের পরিবেশ নেই। ব্লক অফিসে সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধীদের বলপূর্বক বের করে দিয়ে শাসক দল তার প্রমাণ রেখেছে। ফলে, ভোট হলে বামেদের জয় হবেই।

আজ পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার আগে পথসভায় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী কটাক্ষ করে বলেন, অনেক তালবাহানার পর নানা ফন্দি ফিকির শেষে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণা হয়েছে। আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যে ২০১৮ সালে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং নানা প্রলোভন দেখিয়ে ক্ষমতা দখলের পর থেকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ উধাও হয়ে গেছে। ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। অর্থনীতি গ্রামের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। রাজ্যের আর্থিক বিকাশে গ্রামের অংশীদারিত্ব অত্যন্ত জরুরী। অথচ, ২০১৯ সালে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৯৬ শতাংশের অধিক আসন বলপূর্বক দখল করেছে বিজেপি। সেখানে উন্নয়নের বদলে শুধু লুঠ চলছে।

অপরদিকে,নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রকাশ হতেই হামলা হজ্জতির অভিযোগ তুললো বামেরাও। সর্বদলীয় বৈঠক এবং মনোনয়ন পেশ করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন বাম কর্মীরা। এমনই অভিযোগ করেন বাম নেতৃত্বরা। বাম নেতৃত্বরা বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। বামেদের অভিযোগ, শাসক দল বিজেপি ১০০ শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের লক্ষ্য নিয়ে প্রথম দিন থেকেই দক্ষিণ ত্রিপুরার সাতচাঁন্দ, গোমতীর তেপানিয়া, সিপাহীজলার বক্সনগর, নলছড়, চড়িলাম, বিশালগড়, পশ্চিম ত্রিপুরার ডুকলী, খোয়াই এর কল্যাণপুর ও ধলাই জেলার সালেমা ব্লক অফিস দখল করে বিরোধী দলকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এমনকি বিডিও-রা পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতের রিটার্নিং অফিসার হওয়ার সুবাদে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেন। সর্বদলীয় সভায় উপস্থিত বিরোধী দলের নেতারা অফিসের ভিতরেই আক্রান্ত হন এবং মনোনয়নপত্র তুলতে ব্যর্থ হন। এই সব হিংস্র ঘটনাবলী হয়েছে পুলিশ ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষের সামনেই বলে দাবি বাম নেতৃত্বদের। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বাম নেতৃত্বরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবীও জানিয়েছে বামফ্রন্ট।

অনুপ্রবেশকারী আটক

● প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশী নাগরিক, ১৬০ জন ভারতীয় নাগরিক এবং ১৬ জন রোহিঙ্গা রয়েছেন। এছাড়া ১৬ জন টাউটকেও ওই সময়ের মধ্যে আটক করা হয়েছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের বক্তব্য, সীমান্তে বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়াস জারি রয়েছে। বর্তমানে ৮টি স্থানে সিঙ্গল রো ফেন্স নির্মাণ বাকি রয়েছে। তবে, খুব শীগ্রই ওই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হবে। পাশাপাশি জানিয়েছে, ৪টি স্থানে সিঙ্গল রো ফেন্স নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার বোঝাতে চাইছে, সীমান্তে অপরাধ ঠেকাতে সীমান্তবর্তী এলাকায় নাগরিকদের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। তার জন্য বিভিন্ন সময় জনসম্পর্ক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে, সীমান্তবর্তী নাগরিকদের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য সহায়তা সিস্টেম, পড়াশুনার সামগ্রী এবং ক্রীড়া সামগ্রী বন্টন করা হচ্ছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের সাফ কথা, সীমান্তে কঠোর নজরদারিতে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। সীমান্তে অপরাধ ঠেকাতে থার্মাল ইমেজার্স, নাইট ভিশন ডিভাইস, সিসিটিভি এবং ড্রোন ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বর্ডার ফ্লাড লাইট রাতের বেলায় এলাকা আলোকিত করছে। এছাড়াও, ইম্প্রোভাইজড পদ্ধতি এবং অনুপ্রবেশকারী অ্যালার্ম লাগানোর মাধ্যমে সীমান্ত কাঁটা তারের বেড়া রক্ষা করা যাচ্ছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি জানিয়েছেন, সম্প্রতি শিলং-য়ে বিজিবি-র সাথে বৈঠকে সীমান্তে অপরাধের সাথে জড়িতদের তালিকা বিনিময় হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ঐকমত্যে পৌছেছে। তাঁর কথায়, উভয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নোডাল অফিসার একে অপরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন এবং বিভিন্ন তথ্য ভাগ করে নিচ্ছেন। দিন ও রাতে একযোগে সমন্বিত টহলের অধীনে ঘন্টার পর ঘন্টা বিএসএফ এবং বিজিবি সৈন্যরা যৌথ টহল চালিয়ে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করছে। সাথে তিনি যোগ করেন, রেলওয়ে স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডের মতো এলাকা থেকে অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিক ও রোহিঙ্গা অভিবাসীদের ধরতে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে।

জলে ডুবে মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

নেইপাক তকপা সিংহ(৪০)। সে পেশায় একজন পাম্প অপারেটর।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সে তার বোনের জামাই এর কাছে তার ছেলেকে পড়াতে বিকেল চারটার সময় নিয়ে দিয়ে আসে। বিকাল পাঁচটায় বাড়িতে এসে নিজের বাড়ির পুকুরে মাছ ধরতে যায়। তারপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এদিকে তার কোন খবর না পাওয়ায় বোনের জামাই যখন সন্ধ্যা সাতটায় তাদের বাড়িতে আসে তখন আবার তার খোঁজ করা হয়। পুকুরপাড়ে তার চটি দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকেদের। তখন শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে পুকুর থেকে তার দেহ তুলতে সামর্থ্য হয় পরিবারের লোকেরা। সেখান থেকে সরাসরি ধর্মনগর উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে ।ময়নাতদন্ত করে মৃতদেহ পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই ব্যক্তির অকাল প্রয়াণে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার পরিবারের লোকেরা।

ভারতে পরিবার পরিকল্পনার সফর ঃ বিশেষ মুহূর্তগুলিকে দেখা ও এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ

।। শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রক, ভারত সরকার।।

১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস।। পরিবার পরিকল্পনায় ভারতের যাত্রা অবিশ্বাস্য। আমরা এই সাফল্য নিয়ে উদযাপন করি। আমরা আগামীর দিকে তাকিয়ে, সেই আগামীর দিনগুলিও প্রতিশ্রুতিপূর্ণতায় ভরা। আগামীর আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আসুন আমরা আমাদের নিশ্চিত দায়বদ্ধতার কথা ব্যক্ত করি।

ভারতের নেতৃত্ব ও অগ্রগতি:

২০২৪ সালের মে মাসে জাতিসংঘের ৩০তম সম্মেলনে, জনসংখ্যা উন্নয়ন নিয়ে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (আইসিপিডি) ভারত শুধু নিজের বক্তব্য দৃঢ় ভাবে উপস্থাপনই করেনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সম্মেলনে এক নেতৃত্বের ভুমিকা নেয়। আইসিপিডি -তে আলোচনায় ভারতের পরিবার পরিকল্পনার উন্নত পরিষেবা মুলক কর্মসূচী এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষত মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে ভারত।

জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া:

এই শতাব্দীর ভারতীয় মহিলারা আধুনিক গর্ভনিরোধকের মাধ্যমে ছোট পরিবার বেছে নিচ্ছেন। যাদের পরিবারে গড়ে মাত্র দুটি সন্তান রয়েছে। এই প্রবণতা গত দশকেও দেখা য়েতো না। এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে সূচীত করে। আধুনিক এই সময়ে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় অর্থাৎ ৫৭ শতাংশ মহিলা তাদের প্রজনন বয়সে (১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়স) সক্রিয়ভাবে আধুনিক গর্ভনিরোধক ব্যবহার করেছেন। গর্ভনিরোধের এই ব্যাপক ব্যবহার ভারতের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর এক সাফল্য। সঠিক পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভনিরোধের চেয়েও অনেক বেশি কিছু - যা নারী, পরিবার এবং সামাজিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুস্থতার জন্য এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি নারী, অল্প বয়সের মেয়ে এবং যুবকদের অধিকার এবং তাদের পছন্দমাফিক জীবন যাপনের করার ইচ্ছেকে ক্ষমতায়িত করে। ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী ৩৬ কোটি ৯০ লক্ষ যুবক-যুবতী নিয়ে ভারত বর্তমানে জনবিন্যাসগত রূপান্তরের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তৈরি।

তারপরেও গত কয়েক দশক ধরে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীটির উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি হয়েছে, পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে , ক্লিনিক-ভিত্তিক কার্যক্রম থেকে লক্ষ্য-ভিত্তিক পদ্ধতি এবং এখন তো পরিবার পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় দাতব্য পছন্দ পর্যন্ত চলে এসেছে। জাতীয় জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য নীতি পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ দিকগুলোর মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব দেয়। এর মধ্য দিয়ে ধরা যায় সেশ্ব মহিলাদের শতকরা ভাগ, যাঁরা সন্তান ধারণ করতে চান না বা সন্তান জন্মদানে বিলম্ব করতে চান তবে গর্ভনিরোধের কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করছেন না। প্রজনন, মাতৃত্ব, নবজাতক, শিশু এবং কিশোরদের স্বাস্থ্য (আরএমএনসিএইচ্এ) পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে এই কর্মসূচি ২০১২ সালে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। পাশাপাশি বিশ্বজনীন পরিবার পরিকল্পনা ২০২০ এবং বর্তমানে চালু পরিবার পরিকল্পনা ২০৩০ এর মাধ্যমে তা আরো জোর পেয়েছে। এটি ক্রমশ সচেতনতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায় বা সামাজিক গোষ্ঠীগত সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, তথ্য ও পরিষেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা উন্নতি, গর্ভনিরোধক পছন্দগুলির পরিধি প্রসারিত করা, শেষ সীমা পর্যন্ত বিতরণ করা পরিষেবাগুলির গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং উচ্চ-হারে প্রজননশীল এলাকায় গর্ভনিরোধে নানা উদ্ভাবনী কৌশল বাস্তবায়নের দিকে সর্বাধিক আলোকপাত করা হচ্ছে।

একটি দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নেই প্রক্রিয়া তার জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রজনন ক্ষমতা অর্থাৎ ফার্টিলিটির প্রতিস্থাপন স্তর বজায় রাখা এবং তাতে সাফল্য অর্জন করার উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। ভারত ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরে (টিএফআর ২.০) ফার্টিলিটির প্রতিস্থাপন স্তর অর্জন করেছে এবং এনএফএইচএস -৫ (২০১৯-২১) অনুসারে ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে ইতিমধ্যে এই মাইলফলক অর্জন করেছে যা এই যাত্রাপথের একটি সাফল্যের কাহিনী।

পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মা ও শিশুর সুস্থতা ও মৃত্যুহার হ্রাস, প্রসবনকালীন মৃত্যু হার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে। ভারতের পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে এবং এই কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে সর্বাধিক নজর দেওয়া যা সামগ্রিক নীতিগত উদ্দেশ্যগুলিকে বিস্তৃতভাবে প্রসারিত করেছে।

ভারতর রাজ্যগুলির জনবিন্যাসগত বৈচিত্র্য বিশ্বে অনন্য, এবং পরিবার পরিকল্পনা কৌশলও তদনুরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন গর্ভনিরোধক বিকল্পগুলির পরিসীমা প্রশস্ত করার পাশাপাশি, এই কর্মসূচীতে বিয়ের বয়স, প্রথম গর্ভধারনের বয়স, এবং মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের মতো সামাজিক বিষয়গুলিকেও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আসলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রাধান্যের দিকগুলোকে গুরুত্ব দেয়।

মিশন পরিবার বিকাশ (এমপিভি): পরিবার পরিকল্পনার রূপান্তর:

বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং আসাম এই সাতটি রাজ্যে এরকম ১৪৬টি জেলা রয়েছে যেখানে প্রজননের ঘটনার হার অনেক বেশি, সেসব জেলায় জন্মনিরোধক এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবার বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প "মিশন পরিবার বিকাশ ২০১৬" সালে চালু করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চ প্রজনন হারের জেলাগুলোতে জন্মহার হ্রাসে বিভিন্ন অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়। এর অন্যতম হল সচেতনতা তৈরির জন্য সারথি বাহন (সচেতনতা-অন হুইলস)। ব্যপক হারে সচেতনতা তৈরি এর উদ্দেশ্য। পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবাগুলোয় একটি অভিনব পদ্ধতি ছিল, যুবতী মহিলাদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারে সামাজিক বাধা দূর করতে "সাস বহু সম্মেলন" অর্থাৎ শাশুড়ী-বউ সম্মেলন এবং পরিবার পরিকল্পনায় দায়িত্বশীল পিতৃত্বের ভুমিকা যথাযতভাবে পালনের জন্য নববিবাহিত দম্পতিদের "নাই পহেল কিট" সরবরাহ করা হয়। একই সাথে একটি শক্তিশালী পরিবার পরিকল্পনা লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে মানসম্মত সেবা এবং গর্ভনিরোধক সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রস্তুত করা হয়।

আধুনিক গর্ভনিরোধক সামগ্রীগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নত হয়েছে, প্রোগ্রাম জেলাগুলিতে এমপিভি ব্যবহারের ইতিবাচক ফলও পাওয়া গেছে। এমপিভি জেলাগুলিতে আধুনিক গর্ভনিরোধক গ্রহণের এই উন্নতির ফলে সরকার ২০২১ সালে সাতটি রাজ্যের সমস্ত জেলায় এবং ছয়টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে এই কর্মসূচীর সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির আওতায় পছন্দের বিস্তৃতি :জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে জন্মনিরোধক ঝুড়ি সম্প্রসারণ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে, জাতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কনডম, অন্তঃসত্ত্বা গর্ভনিরোধক ডিভাইস, ওরাল পিল, এমপিএ ইনজেকশন ইত্যাদি সহ উভয়ের ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন আধুনিক গর্ভনিরোধক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। ১০টি রাজ্যে, দুটি জেলা জুড়ে, সাবডার্মাল ইমপ্লান্ট এবং সাবকুটেনিয়াস ইনজেকশন (অন্তরা-এসসি) বাজারজাত করন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, আগামী বছরগুলিতে সারা দেশ জুড়ে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্তব্য ডাক

'মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য, স্বাস্থ্যকর গর্ভাবস্থা', এবং থিমযুক্ত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৪ উদযাপন করার সাথে সাথে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় সহযোগীদের প্রচেষ্টা এবং এএনএম, আশা এবং অন্যান্য স্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরলস অবদান স্বীকার করি যারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের তরুণ, কিশোর, নারী ও শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের দেশে বাস করে, যা আমাদের জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণে বিনিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে। তেমনি তারা আমাদের উপহার দিয়েছে এক অনন্য জন বিন্যাসগত লভ্যাংশ। মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা এবং বিস্তৃত গর্ভনিরোধক পন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার সকল শ্রেণীর কাছে সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ সুলভ করার পথে বাধা দূর করা, গর্ভনিরোধক পদ্ধতি সম্পর্কে ভুল ধারণা, গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মগুলি কাটিয়ে উঠতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অস্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় গর্ভনিরোধক পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে এবং কমিউনিটি কর্মীদের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখা সহ পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা সরবরাহের উন্নতির জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

উপরন্তু, আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবাগুলি শেষ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত করা হচ্ছে। ডিজিটাল বিশ্বের দ্রুত বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার তথ্য ও পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কেউ যাতে পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংযুক্ত ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই সুযোগকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য সাফল্যের সাথে পূরণ করার জন্য সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সহযোগিতা এবং সমন্বয় প্রয়োজন। গর্ভনিরোধক পদ্ধতির পরিসর প্রসারিত করে আমাদের যুবকদের প্রজনন স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য। তদুপরি, ভারতের জন বিন্যাসগত বৈচিত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত লভ্যংশকে অবশ্যই সুস্থায়ী উন্নয়ন, নগরায়ন এবং স্থানান্তকরণ এর জটিলতাগুলিকে মোকাবেলা করতে হবে। আমাদের নীতিগুলোয় এই বিষয়গুলিকে এমনভাবে সংহত করা উচিত যেখানে জনসংখ্যাগত বৃদ্ধি সমাজের সমস্ত বিভাগের জন্য একটি সুস্থায়ী ভবিষ্যত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়।

এই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে, আসুন আমরা ভারত জুড়ে প্রান্তিক এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ নজর দিয়ে সকলের জন্য একটি উজ্জ্বল এবং স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি। আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকুক এমন এক ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য যেখানে আমাদের জন বিন্যাসগত লভ্যাংশকে যেন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা হবে, যেখানে প্রতিটি নাগরিক গুন্মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবার সুবিধাভোগী হবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই স্বপ্নকে স্বার্থক করি।

ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে অন্যতম পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হতে প্রস্তুত

- অর্থনীতিবিদ মার্টিন উলফ

ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বৃহৎ শক্তি বা পরাশক্তির দেশ হয়ে উঠবে। তবে, আন্তজাতিক আর্থিক পরিস্থিতির কারণে দেশ উচ্চ আয়ের অর্থনীতিতে পরিণত হবে না বলেই ধারণা করা যাচ্ছেঊ 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'-এর অর্থনীতি বিষয়ক ভাষ্যকার মার্টিন ওলফ এই মন্তব্য করেছেনঊ তাঁর মতে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং নানা কারণে অস্থির ও অস্থিতিশীল বিশ্ব ভারতের সামনে উচ্চ আয়ের অর্থনীতি হয়ে উঠা কঠিন করে তুলছেঊ"ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হতে গেলে কী করতে হবে" শীর্ষক এক আলোচনায় মার্টিন ওলফ বলেছেন, "আপাতদৃষ্টিতে এটা হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করছি না। কিন্তু এটা সম্ভব। আর তা করতে গেলে, চিন ২০১২ সাল পর্যন্ত ২০ বছরে যা যা করেছে, ভারতকে এর কাছাকাছি অন্তত কিছু করতে হবেঊ তবে যদি এটা না হয়, তাহলেও ভারত বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, যদি সেই পথেই এগিয়ে যায়, তাহলে এই শতাব্দীর মধ্য ভাগে গিয়ে ভারত একটি শক্তিশালী দেশে রূপান্তরিত হবে বা পরাশক্তি হয়ে উঠবেঊ"মার্টিন ওলফ বলেছেন, ২০১২ পর্যন্ত দুই দশক ধরে চিনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে যদি ভারত অনুকরণ করতে চায়, তাহলে ভারতকে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধিকে ৪.৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭.৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবেঊ তবে, ভারত বর্তমানে যে ট্র্যাকে আছে, সেই ট্র্যাকে থাকলেও জনসংখ্যা, রাজনৈতিক অবস্থান, পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক, সমৃদ্ধ প্রবাসী ভারতীয়রা এবং অন্য নানা প্রভাবের জন্য ২০৪৭ নাগাদ উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা না পেলেও ভারত সুপারপাওয়ার হয়ে উঠবে। যদিও এই ট্র্যাক বা পথে আছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দুর্বল ও ভঙ্গুর প্রেক্ষাপট সহ নানা চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতাঊভারত সরকার সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে ভারতের অর্থনীতিকে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিশেষ জোর দেয়ঊ কেন্দ্রীয় চিন্তাকেন্দ্র বা থিঙ্ক ট্যাংক 'নীতি আয়োগ' আগামী দুই দশক ধরে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফাঁক-ফোকরগুলি চিহ্নিত করার জন্য একটি ভিশন ডকুমেন্ট তৈরি করছেঊসংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের পূর্বাভাস অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা ১৬৭ কোটিতে পৌঁছাবেঊ চিনের জনসংখ্যা তখন ১৩২ কোটিতে পৌঁছাবে, আর আমেরিকার জনসংখ্যা ৩৮ কোটিতে পৌঁছাতে পারেঊ এত বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে ভারতের পক্ষে আমেরিকার মোট অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা করাটা কঠিন হবে না। ভারতের জিডিপি যদি ২০৪৭ সাল পর্যন্ত বছরে ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমেরিকার 'ক্রয় ক্ষমতার সমতার' (পিপিপি) সঙ্গে মিলে যাবেঊকিন্তু তা সত্বেও, জিডিপিতে শিল্পক্ষেত্রের শেয়ার ভারতে অনেক কম থাকায় এবং তা কমতে থাকায় চিনের উৎপাদন ক্ষেত্রের ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করার সম্ভাবনা কমঊ তবু চিন বা আমেরিকার কাছাকাছি না হলেও ভারতের আকার এবং এর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ভারতকে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে এর অবস্থানকে সুদৃঢ় করবেঊএই প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা, সংরক্ষণবাদ এবং সম্ভাব্য ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ঝুঁকি তৈরি করবেঊ এই অনিশ্চয়তার প্রভাবকে আরও জটিল করার জন্য সঙ্গে আছে জলবায়ুর সংকট এবং উৎপাদনশীলতার উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবঊ তবু ভারতের সম্পদ ও কৌশলগত অবস্থান ভারতকে 'চিন প্লাস ওয়ান' (অর্থাৎ চিনের বাইরেও নিশ্চিত ও সহজ বিনিয়োগ করার এমন দেশ আছে)কৌশলের একটি অংশীদার করে, যা আকৃষ্ট করবে প্রভূত বিদেশি বিনিয়োগঊভারতের প্রবৃদ্ধির জন্য রফতানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঊ যদিও একটি ধারণা হচ্ছে যে, ভারতের বৃহৎ দেশীয় বাজারের জন্য রফতানির তেমন প্রয়োজনীয়তা নেইঊ কিন্তু তা সত্বেও আমদানির জন অর্থ প্রদান, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বাণিজ্য অপরিহার্যঊ বর্তমান বিশ্বে পণ্যের রফতানির ক্ষেত্রে ভারতের শেয়ার মাত্র ২.২ শতাংশঊ যা চিনের ১৭.৬ শতাংশের তুলনায় অনেক কমঊ এই শেয়ার বাড়ানোর উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে।

াঙ্গন

সি ডিভিশন লীগ ফুটবলে ইকফাই-এর জয় রুখে দিলো স্বামী বিবেকানন্দ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইকফাই এর জয় রুখে দিয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ। ম্যাচটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইকফাই ফুটবল ক্লাব বনাম স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের মধ্যে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সি ডিভিশন লিগ ফুটবলের খেলায় ইকফাই ফুটবল ক্লাব ও স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ম্যাচটি এক এক গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে।

প্রথমার্ধেই দু দলের দুটি গোল ম্যাচ কে অমীমাংসিত করে তোলে। খেলার ৩৬ মিনিটের মাথায় ইকফাই ফুটবল ক্লাবের খাকচাং জমাতিয়ার গোল দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। কিন্তু ৮ মিনিট বাদেই অর্থাৎ প্রথমার্ধের খেলার শেষ পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের বিশাল চৌধুরী গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে।

খেলার প্রথম আধ ঘন্টারও বেশি সময় দু দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাই পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও জয় সূচক গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি এক-এক গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এবং দুই দল পয়েন্টও পেয়েছে এক- এক করে। খেলার প্রথমার্ধেই দু দলের দু-জনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, অরিন্দম মজুমদার, অভিজিৎ দাস ও সুকান্ত দত্ত।

সি ডিভিশন লীগে জম্পুইজলার বিজয় রথ থামালো ঐকতান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ঐকতান যুব সংস্থা। পক্ষান্তরে বলা যায় জম্পুইজলার বিজয় রথ থামালো ঐকতান। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সি ডিভিশন লিগ ফুটবলের এ গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ঐকতান যুব সংস্থা ৩-২ গোলের ব্যবধানে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে পরাজিত করেছে। দু দলের পক্ষেই ম্যাচটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা এর আগে কোন খেলায় দু"দলের কেউ পরাজয়ের সম্মুখীন হয়নি। গ্রুপ থেকে মুল পর্বে খেলার জন্য দু-দল প্রায় নিশ্চিত হলেও আজকের ম্যাচে জয়, ঐকতান কে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, মাঝে একটি ম্যাচে জম্পুজলা জয়ী হলেও টেকনিক্যাল কারণে তাদের এই জয় বাতিল করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রতিপক্ষকে জয়ী ঘোষণা করে, পয়েন্ট প্রদান করে গোলও কাটা হয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল তিনটার খেলায় বিজয়ী ঐকতান যুব সংস্থার পক্ষে প্রয়াণ দত্ত, রাকেশ জমাতিয়া ও সুভাষ জমাতিয়া প্রত্যেকে একটি করে গোল করে। এদিকে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের জিমেইন জমাতিয়া ও সুখ দয়াল জমাতিয়াও একটি করে গোল করতে সক্ষম হয়। এদিকে, খেলায় অসদাচরণের জন্য রেফারি দু দলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, অরিন্দম মজুমদার, অভিজিৎ দাস ও সুকান্ত দত্ত।

প্যারিস অলিম্পিক: টিটি-র মূল দলে নেই বাংলার ঐহিকা, রয়েছেন পরিবর্তিত প্যাডলার হিসেবে

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): এই প্রথম অলিম্পিক গেমসে টেবিল টেনিসে দলগত বিভাগে ভারতের পুরুষ এবং মহিলা দল অংশ নিচ্ছে। পুরুষ বিভাগে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন তারকা প্যাডলার অচিন্ত্য শরথ কমল। আর মহিলা বিভাগে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন আরেক তারকা প্যাডলার মনিকা বাত্রা।

আসন্ন গেমসের জন্য ছয় সদস্যকে নির্বাচন করা হয়েছে। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে মোট তিনজন করে ছয় জন সদস্যকে বাছা হয়েছে। পাশাপাশি সিঙ্গেলস বিভাগেও ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

পুরুষদের দলে রয়েছেন- শরথ কমল, হারমিত দেশাই এবং মানব ঠাক্কার। আর মহিলা দলে রয়েছেন -মনিকা বাত্রা, সৃজা আকুলা এবং অর্চনা কামাত। দুই বিভাগেই রয়েছেন একজন করে পরিবর্ত প্যাডলার। পুরুষ বিভাগে রয়েছেন জি সাথিয়ান। আর মহিলা বিভাগে রয়েছেন বাংলার ঐহিকা মুখার্জি। কোন প্যাডলারের চোট লাগলে বা কোচ চাইলে মূল দলের পরিবর্তে খেলানো হতে পারে এই দুই পরিবর্তপ্যাডলারদের।

পুরুষদের সিঙ্গেলস লড়াই করবেন শরথ কমল এবং হারমিত দেশাই। আর মহিলা সিঙ্গেলসে লড়াই করবেন মনিকা বাত্রা এবং সৃজা আকুলা।

তবে দলে পরিবর্ত হিসাবে থাকা সাথিয়ান এবং বাংলার ঐহিকা মুখার্জি দলের সঙ্গে প্যারিস যাবেন, কিন্তু তারা দলের সঙ্গে অলিম্পিক গেমস ভিলেজে থাকতে পারবেন না।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মহিলা ফুটবল : ফিরতি লীগেও ফুলো ঝানুকে হারালো বিশ্রামগঞ্জ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফিরতি লিগেও বিশ্রামগঞ্জ জয়ী। প্রথম লীগে ৫-০ তো, ফিরতি লিগে পাঁচ-এক। ব্যতিক্রম, ফিরতি লীগে ফুলো ঝানু একটি গোল পরিশোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনতে পেরেছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বৈকুন্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবলের ফিরতি লীগের খেলায় বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার পাঁচ-এক গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানু ক্লাবকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল দুই-এক গোলে এগিয়ে ছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয় খেলা শুরুতে প্রথম মিনিটেই নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার মৌসুমী ওড়াং একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দিলেও কুড়ি মিনিটের বেশি তা ধরে রাখতে পারেনি। ২১ মিনিটের মাথায় বিশ্রামগঞ্জের ধ্বনিতা রিয়াং গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে।

পরবর্তী সময়ে বিশ্রামগঞ্জের স্ট্রাইকাররা ক্রমাগত আক্রমণে ফুলো ঝানু অনেকটাই দুমড়ে যায়। ৩৬ মিনিটের মাথায় ঊষা লক্ষ্মী দেবীর গোল দলকে ২-১ এ এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বিশ্রামগঞ্জের খেলায় যথেষ্ট প্রাধান্য দেখা যায়। ঠিক এক মিনিটের মধ্যে প্রীতি জমাতিয়ার গোল এবং নয় মিনিট বাদে ধ্বনীতার দ্বিতীয় গোল দলকে ৪-১ এ এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি জয়ের ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত করে তোলে। ৭২ মিনিটের মাথায় সন্ধ্যা দেবী একটি গোল করলে ব্যবধান ৫-১ হয়। পরবর্তী সময়ে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ চেঁখে পড়লেও আর কেউ গোলের সুযোগ পায়নি। ম্যাচের সেরার প্রাইজমানি পায় বিজয়ী দলের প্রীতি জমাতিয়া। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি উৎপল চৌধুরী, পল্লব চক্রবর্তী, সুকান্ত দত্ত ও ইন্দ্রানী দে। দিনের খেলা: জম্পুইজলা প্লে সেন্টার বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, সকাল ৮ টায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এবার ইউরোর নক—আউট রাউন্ড মাতিয়েছেন কেইন

বার্লিন, ১১ জুলাই (হি.স.): এবার ইউরোতে জাতীয় দলের হয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। ব্যক্তিগত অর্জনের দিক দিয়ে এবার তিনি ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে।

অনেক আগেই দেশের জার্সি গায়ে সর্বোচ্চ(৬৬) গোলদাতা হয়েছেন। এবারের ইউরোতে সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পেনাল্টিতে গোল করে ইউরোর নক---আউট রাউন্ডে সর্বোচ্চ ৬টি গোল করে রেকর্ড গড়েছেন কেইন। ইউরোতে এর আগে গ্রিজম্যানের পাঁচটি গোলই ছিল সর্বোচ্চ। আর ইউরো ও বিশ্বকাপ মিলিয়ে নক---আউট রাউন্ডে সর্বোচ্চ ৯টি গোল করে কেইন পেছনে ফেলেছেন সকল ইউরোপিয়ান ফুটবলারদের। সেই সঙ্গে ইংলিশদের ইতিহাসে ইউরোতে ৭টি গোল করলেন কেইন। এখন কেইনের সামনে শুধু অ্যালান শেয়ারার।

কোপা আমেরিকার ব্যর্থতায় ছাঁটাই হলেন যুক্তরাষ্ট্র কোচ

নিউইয়র্ক, ১১ জুলাই (হি. স.): ঘরের মাঠে খেলতে নেমে গ্রুপ পর্বই পেরোতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। ব্যর্থতার মাশুল গুনতে হল গ্রেগ বারহল্টারকে। টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই চাকরি হারালেন যুক্তরাষ্ট্র দলের কোচ। যুক্তরাষ্ট্র ফুটবলের প্রধান সিন্ডি পার্লো এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র এবার উদ্বোধনী ম্যাচে বলিভিয়াকে হারালেও হেরেছে দুর্বল পানামার কাছে। হেরেছে শক্তিশালী উরুগুয়ের কাছে।

এই ব্যর্থতার পরও ২০২৬ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের কোচ থাকার আশা প্রকাশ করেছিলেন বারহল্টার। বিশ্বকাপের জন্য কাজ শুরুর কথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু দেশের ফুটবল সংস্থা আর আস্থা রাখতে পারল না এই কোচের উপর। তাই দ্বিতীয় মেয়াদের দায়িত্বে থাকা বারহলটার ১৩ মাসেরও কম সময়ে কোচের চাকরি হারালেন। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বারহল্টার। তার কোচিংয়ে ২০২২ বিশ্বকাপে নক আউটে নাম লেখায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে টুর্নামেন্ট শেষ হতেই ফুটবলারদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

শীর্ষস্থানে ওঠার এক সপ্তাহের মধ্যেই দুইয়ে নেমে গেলেন হার্দিক পান্ডিয়া

দুবাই, ১১ জুলাই (হি.স.): বিশ্বকাপ জয়ের পর হার্দিক পান্ডিয়া আইসিসি টি---টোয়েন্টি অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলংকার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন।কিন্তু এক সপ্তাহেই শীর্ষস্থান হারালেন পান্ডিয়া। দুইয়ে নেমে গেলেন হার্দিক পান্ডিয়া। বিশ্বকাপ জয়ের পর হার্দিক পান্ডিয়া এখন রয়েছেন অবসরে।এই সুযোগটা কাজে লাগালেন হাসারাঙ্গা। তবে মাঠের বাইরে থেকেও শীর্ষে উঠতে পেরেছেন হাসারাঙ্গা। আইসিসি নিয়মানুযায়ী, দলের কোনো ম্যাচ মিস করলে রেটিং পয়েন্ট হারাবেন সেই ক্রিকেটার। সেটি বিশ্রাম পেলে, অসুস্থ হলে, চোটের কারণে কিংবা বাজে ফর্মের কারণে বাদ পড়লেও। শুধু এই কারণেই র‍্যাঙ্কিংয়ের আরও নিচে নেমে যেতে পারেন পান্ডিয়া।

ওয়াশিংটন সুন্দরের স্পিনে শেষ জিম্বাবোয়ে, সিরিজে ২-১ এ এগিয়ে গেল ভারত

হারারে, ১১ জুলাই (হি.স.): বুধবার হারারেতে ডে নাইট ম্যাচে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে ২৩ রানে হারিয়ে ২-১ এ এগিয়ে গেল ভারত। ভারতের দেওয়া ১৮৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৫৯ রানে থেমেছে জিম্বাবোয়ে। প্রথম ১০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৬০ রান করা জিম্বাবোয়ে শেষ ১০ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে করেছে ৯৯ রান। ডিলন আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি করে ৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন। মাদান্দে করেছেন ২৬ বলে ৩৭ রান। ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। আভেশ খান নিয়েছেন ২ উইকেট।

প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে শুভমান গিলের ৬৬ এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ৪৯ রানের সুবাদে ১৮২ রান করে ভারত। যশস্বী জয়সওয়াল ওপেনিংয়ে নেমে করেছেন ৩৬ রান। জিম্বাবোয়ের হয়ে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন সিকান্দার রাজা ও ব্লেসিং মুজারাবানি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশ চায় কেন্দ্র ঃ আয়ুষ মন্ত্রী

আগরতলা/কৈলাসহর, ১১ জুলাই : কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রতাপরাও গনপতরাও যাদব আজ কৈলাশহরের সুসংহত আয়ুশ হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন। তিনি এখানকার পরিকাঠামো ও পরিসেবা সম্পর্কে অবহিত হন। বিশেষকরে পঞ্চকর্মা থেরাপি, যোগা ইত্যাদি সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন। পরে কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগ ও আয়ুষ স্বাস্থ্য চিকিতা ব্যবস্থা নিয়ে ও কাজকর্ম বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের আর্থিক, সামাজিক উন্নয়ণের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশ চায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষা -স্বাস্থ্য সহ মানুষের সার্বিক বিকাশ সহ বিকশিত ভারত গঠনে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান তিনি। দুদিনের সফরে গতকাল রাজ্যে আসেন শ্রী প্রতাপরাও গনপতরাও যাদবঊ কৈলাশহরের সুসংহত আয়ুশ হাসপাতালটি পরিদর্শনকালে তিনি এখনকার স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে অধিক্রিক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেনঊ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম-অধিকর্তা ডাঃ সৌভিক দেববর্মা, রাজ্য স্বাস্থ্য মিশনের সদস্যা-সচিব ডাঃ নুপুর দেববর্মা প্রমুখ।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী যাদব আজ ঊনকোটি জেলার মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। ভারত সরকারের 'জাতীয় গুনমান নিশ্চয়তা শংসাপ্রাপ্ত' এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তঃ বিভাগ-বর্হিবিভাগ সহ বিভিন্ন পরিসেবা ইউনিটগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। এখানকার পরিসেবা ও পরিকাঠামোগত দিক সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও তাদের পরিজনদের কথা বলেন। পরে সেখানকার ভেষজ বাগানে অর্জুন গাছের চারা রোপণ করেন। তাছাড়া একজন যক্ষা রোগে আক্রান্ত এক রোগিকে ফলের ঝুড়ি ও দু''জন শিশুর হাতে জিঙ্ক ট্যাবলেট এবং ও আর এস এর প্যাকেট তুলে দেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন মাছমারাস্থিত এ ডি সি ভিলেজ কার্যালয়, স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং কিনাচরণ তালুকদার পাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে ১৫ দিন অন্তর অন্তর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের প্রবাস কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে তাঁর এই সফর। সফর শেষে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রিপোর্ট জমা দেবেন বলে তিনি জানান।

নৌকাঘাট ঘুরতে এসে বাইক চুরি হল যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ জুলাই: ফের বাইক চুরির ঘটনা নৌকাঘাট এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে অন্তর দেববর্মা নামের এক যুবক নৌকাঘাট ঘুরতে আসে। সেখানে বাইকটি রেখে সে ভেতরে ঘুরতে যায় দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ। ঘন্টাখানেক বাদে ফিরে এসে দেখতে পায় সেখানে বাইকটি নেই।আশেপাশে খোঁজ করেও বাইকের কোন হদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বিশালগড় থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয় ওই যুবক। পুলিশ একটি লিখিত অভিযোগ রেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নৌকা ঘাট এলাকায় বাইক চুরির ঘটনা নতুন কিছু নয়। প্রায় প্রতিনিয়ত ওই জায়গা থেকে বাইক চুরির মত ঘটনা ঘটে। একটি পর্যটন কেন্দ্রের বাইরে এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। প্রশাসন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘুরতে আসা পর্যটনদের নিরাপত্তা প্রদানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করুক, দাবি জনগণের।

কংগ্রেস ভবনে পালিত পাপাই সাহার মৃত্যুবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই: পাপাই সাহার মৃত্যুবার্ষিকী কংগ্রেস ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় বৃহস্পতিবার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে ১১ জুলাই রাজ্যে মেডিকেল কলেজের কেলেংকারী নিয়ে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে মৃত্যু হয়েছিল পাপাই সাহার। তারপর থেকেই এই দিনটিকে পালন করে আছে প্রদেশ কংগ্রেস। এদিন নেতৃত্বরা বলেন, ২০১১ সালে গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল পাপাই সাহার। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পারেনি প্রশাসন। তৎকালীন সরকার এবং বর্তমান সরকারের কাছে প্রদেশ কংগ্রেস পাপাই সাহার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের কোন শাস্তি হয়নি।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলা শাসকের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই: রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন। তা নিয়ে জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন বৃহস্পতিবার সাড়ে চার ঘটিকায় নিজের কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের সাথে এক সম্মেলনে মিলিত হন।

তিনি জানান আজকের থেকেই নমিনেশন গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। এখানে জেলা পরিষদের নমিনেশনের কাজ সম্পন্ন হবে। বাকিগুলি অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েত স্তরের নমিনেশন গৃহীত হবে ব্লক স্তরে। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং পোলিং স্টেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট কার্যকর হওয়া শুরু হয়েছে। আজ থেকে নোটিফিকেশন এবং নমিনেশন দাখের কাজ শুরু হয়েছে। ১৮ জুলাই হচ্ছে নমিনেশন দাখিলের শেষ দিন। ১৯ জুলাই সকাল ১১ টায় এই অফিসে নমিনেশনগুলি পরীক্ষা করা হবে। ২২ জুলাই হবে যদি কোন প্রার্থী নমিনেশন তুলে নেয় তার শেষ সীমা।

৮ ই আগস্ট সকাল সাতটা থেকে বিকাল ৪ঃ০০ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হবে এবং ১২ অগাস্ট নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এই ভোট গুলির গণনা হবে। সাধারণত ব্লক হেডকোয়ার্টারে এই ভোট গোনার পর্ব সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান। যেহেতু অন্যান্য ভোটের মতো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট কার্যকর হওয়া শুরু হয়ে গেছে তা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে এই মডেল কোড অফ কন্টাক্ট মেনে চলতে তিন নির্দেশ দেন।

অন্যান্য চালকের হাতে আক্রান্ত এক ই-রিক্সা চালক, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই:অন্যান্য চালকের হাতে আক্রান্ত এক ই-রিক্সা চালক। আক্রান্ত চালকের নাম অরূপ মালাকার(২৬)। সে গোকুলনগর ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সে প্রতিনিয়ত ফটিকরায় গোকুলনগর গঙ্গানগর রোড ভায়া কুমারঘাট রোডে ইরিক্সা নিয়ে চলাচল করে। কিন্তু গঙ্গানগর এলাকায় ই রিক্সা নিয়ে আসছে প্রতিনিয়ত তাকে হেনস্তা করে অন্যান্য চালকেরা। এমনই অভিযোগ।

আজ গোকুলনগর পাসানটিলা এলাকায় ইরিক্সা রেখে একটি বাড়িতে প্রবেশ করে আক্রান্ত যুবক। তখন তিনজন যুবক হঠাৎ এলাকাতে এসে তাকে মারধর করে। কেন সে ইরিকশা নিয়ে গঙ্গানগর এসেছে সেই প্রশ্ন তুলে তার গাড়িটাকে বেঁধে গঙ্গানগর নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার অভিযুক্তরা হলেন অভি দেবনাথ, সুশান্ত মালাকার, নিউটন দেব, তারা তিনজনেই গঙ্গানগর এবং গোকুলনগর এলাকার বাসিন্দা। আক্রান্ত যুবককে মারধর করে অভিযুক্তরা।ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রান্ত যুবক ফটিকরায় থানাতে অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে একটি লিখিত মামলা দায়ের করে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ এব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করে।

বন্দুক দেখিয়ে ফিল্মি কায়দায় অপহরণের চেষ্টা পাঁচ বছরের শিশুকে

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই (হি.স.) : আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় টোটো চালকের চোখে স্প্রে করে মাথায় বন্দুক দেখিয়ে ফিল্মি কায়দায় অপহরণের চেষ্টা এক পাঁচ বছরের শিশুকে। টোটো চালকের বাহাদুরি ও পুলিশের তৎপরতায় বানচাল হল পরিকল্পনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে নতুন হাসিমারার বাসিন্দা আশিস আগরওয়ালের পাঁচ বছরের শিশু টোটো করে স্কুলে যাচ্ছিল। অভিযোগ, গাড়িতে অন্য স্কুল পড়ুয়ারাও ছিল। টোটো চালকের দাবি, পুরানো হাসিমারা ও নতুন হাসিমারার মাঝখানে এক শুনশান জায়গায় আচমকা দুই ব্যক্তি বাইকে করে এসে মাথায় বন্দুক ধরে। এরপরই তাঁর চোখে স্প্রে করে পাঁচ বছরের এক শিশুকে তুলে নেয়।

সঙ্গে সঙ্গে চালক ওই ছাত্রের বাড়িতে বিষয়টি জানান। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশকেও জানানো হয়। তদন্তে নেমে বাইকটিকে ধাওয়া করে মধু চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় শিশুকে উদ্ধার করে পুলিশ। এক অভিযুক্তকে আটকও করা হয়। উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্রও। এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এই ঘটনায় শিশুটির এক প্রতিবেশির নাম উঠে এসেছে।আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, টাকা আদায়ের জন্য এই অপহরণের পরিকল্পনা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। যদিও পুলিশি সক্রিয়তা তা ভেস্তে দিয়েছে। আজ অভিযুক্তকে আদালতে তুলে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তের সঙ্গীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

লক্ষাধিক টাকার হেরোইন ও ইয়াবা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই: গোপন খবরের ভিত্তিতে ফের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের কাছে খবর ছিল, পশ্চিম জেলার মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত সিধাই থানাধীন কলোনির রূপক চক্রবর্তী নামে এক যুবক দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। এই খবরের ভিত্তিতে এদিন ব্রহ্মকুন্ড কলোনি স্থিত তার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে ২০ প্যাকেটে প্রায় চার হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান। যদিও নেশা কারবারীর রূপক চক্রবর্তী পলাতক। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিনের এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিজয় সেন সহ অন্যান্যরা।এদিকে, ত্তর জেলা হয়ে উঠেছে নেশা কারবারীদের মুক্তাঞ্চল। রাজ্য পুলিশ যতই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুক না কেন, নেশাকারবারীদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। আসাম রাইফেলস এবং ধর্মনগর থানার যৌথ অভিযানে নামে এবং গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পশ্চিম চন্দ্রপুরে হুসেন আলীর বাড়িতে অভিযান চালায়।এই অভিযানে তার বাড়ি থেকে ২২.৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। যার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু পুলিশ ও আসাম রাইফেলসের অভিযানের আচ বুঝতে পেরে বাড়ির মালিক অর্থাৎ হোসেন আলী বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তাকে ধরা সম্ভব হয়নি পুলিশের পক্ষে। উদ্ধারকৃত হেরোইন ধর্মনগর থানায় আনা হয়েছে গতকাল রাতে। তদন্তের ভার গ্রহণ করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ তারা কোথায় রয়েছে হাসান আলী তার তদন্ত চালাচ্ছে উল্লেখ্য এই পশ্চিম চন্দ্রপুরের হোসেন আলী দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগস ব্যবসা করে যাচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল।

ভারত বিকাশ পরিষদের ৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জুলাই:এক আরম্ভর অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্মনগরের অচর্ন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে ভারত বিকাশ পরিষদের ৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মৌসম ভট্টাচার্য, উত্তর জেলা আরএসএসের মুখ্য প্রচারক প্রদীপ দেববর্মা, সংস্থার সভাপতি হনুমান পারেক।

স্বাগত ভাষণ রাখেন সংস্থার সম্পাদক সুপ্তা পুর কায়েস্থ। স্বাগত ভাষণে সম্পাদক তুলে ধরেন ধর্মনগরে এই সংস্থা উদ্বোধন এবং কার্যকারিতা। কিভাবে ১৯৬৩ সালে এই সংস্থার কাজ শুরু হয়েছিল এবং সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া নির্যাতিত বর্গ রয়েছে তাদের জন্য এই সংস্থা দিনের পর দিন কাজ করে চলেছে। এখনো কোথায় কোন গ্রাম, কোথায় অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কিভাবে এই সংস্থা কাজ করে চলেছে তা তুলে ধরা হয়।

উদ্বোধক উত্তর জেলার পুলিশ সুপার বলেন যে কোন দেশ এগিয়ে চলে তার যুব সমাজের উপর। ভারতের যুবসমাজ যথেষ্ট শক্ত কিন্তু কিছু সংখ্য বিদেশী শক্তি দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। নেশার মাধ্যমে যুব সমাজকে ধ্বংসের ডাক দিয়েছে সেই সব বিদেশি শক্তি। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা নেশা মুক্ত দেশ তথা ত্রিপুরা গড়ার দিকে ডাক দিয়েছে। রাজ্যের পুলিশ নেশার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান অব্যাহত চালিয়েছে এমনকি একের পর এক সচেতনতা মূলক শিবির করে নেশার বিরুদ্ধে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে।

উত্তর জেলায় ইদানিং বেশ কিছু অভিযান সংগঠিত হলেও নেশার বিরুদ্ধে যে অভিযান তা শেষ হয়নি। সাধারণ মানুষকে সচেতন করাই হচ্ছে এই সমাজটাকে বাঁচিয়ে তোলা এবং পরবর্তী প্রজন্ম যাতে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারে তার সুবিচার করে দেওয়া। তাই পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী নেশার বিরুদ্ধে সবাইকে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কারণ বিশিষ্টজনদের বক্তৃতায় ভারত বিকাশ পরিষদ যে সমাজের জন্য মানুষের ভালোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে তা স্পষ্ট।

উত্তর জেলায় উৎসবের মেজাজে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জুলাই: উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে বৃক্ষরোপণ চলছে উৎসবের মেজাজে। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন বৃক্ষরোপণকে উৎসবের মেজাজ দিয়েছেন। ধর্মনগরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব জয় হিন্দ ক্লাবে বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং রোপন করা বৃক্ষগুলিকে কেমন করে সংরক্ষিত করা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্বোধন করে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন বৃক্ষ আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গা অঙ্গী ভাবে জড়িত। পৃথিবীতে মানুষের পরিমাণ যা রয়েছে কয়েক লক্ষ কোটি বৃক্ষের ঘাটতি রয়েছে। নগর উন্নয়নের ফলে প্রচুর বৃক্ষ কাটা গেছে কিন্তু যে পরিমাণ বৃক্ষ কারা যাচ্ছে সে পরিমাণ বৃক্ষকে রোপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও মানুষের মনোবৃত্তি পরিবর্তন হয়েছে তাই বৃক্ষরোপনের পর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার ধর্মনগর কে গ্রীন ধর্মনগর বানানোর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। শুধু রোপন পড়লে হবে না শৈশবে যেমন করে যত্ন করতে হয় বৃক্ষ গুলিকে তেমনি যত্ন করে বড় করতে হবে তবে এই বৃক্ষ রোপনের সার্থকতা।

পৃথিবীতে অক্সিজেনের অভাবে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে এই ভয়ানক রোগ গুলি থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র বৃক্ষ। মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ছে। যদি সঠিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করতে না পারে তবেই তার মধ্যে নানান ঘাটটির ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। তাই ধর্মনগর কে ক্লিন ধর্মনগর গ্রিন ধর্মনগর এবং লাভ ধর্মনগর হিসেবে পরিগণিত করতে চাইছেন অধ্যক্ষ।

সরকারি বিভিন্ন সার্টিফিকেট বানাতে গিয়ে হয়রানির শিকার ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১১ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় ইনকাম সার্টিফিকেট এবং পিআরটিসি সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ মানুষজন। সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়া সরলীকরণ করার দাবি উঠেছে।

ইনকাম সার্টিফিকেট ও পিআরটিসি সার্টিফিকেট পেতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন কাঞ্চনপুরের সাধারণ নাগরিক। কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসক আচমকা ইনকাম সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্র অনলাইনে জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করায় এই জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহকুমা শাসকের এই নতুন নির্দেশের ফলে সব থেকে বেশি বিপদে পড়েছেন বর্তমানে স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীরা।

কারণ নতুন শিক্ষাবর্ষে যে সকল ছাত্রছাত্রী নতুন স্কুল কলেজে ভর্তি হতে চাইছেন তাদের ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে ইনকাম সার্টিফিকেট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। যার ফলে স্কুল কলেজ ভর্তির জন্য আবেদনকারী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ইনকাম সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে ছুটে যেতে হচ্ছে মহকুমা শাসকের অফিসে। কিন্তু মহকুমা অফিস থেকে জানানো হচ্ছে , নতুন নির্দেশ অনুযায়ী ইনকাম সার্টিফিকেট ,পিআরটিসি সার্টিফিকেট ,ও বিভিন্ন কাষ্ট সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট তহসিলে আবেদন করতে হবে।

নিয়ম অনুযায়ী তফসিল অফিস সত্যতা যাচাই করে আরআই অফিসে আবেদনটি পাঠানো হয়। একই বিষয়ে আরআই ভেরিফিকেশন করে মহকুমা শাসকের ডিসিএম কক্ষে পাঠানো হয়।ডিসিএম সমস্ত বিষয় ক্ষতিয়ে দেখে অনুমতি দেওয়ার পর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। পরে আবেদনকারী তফসিল অফিস না মহকুমা শাসকের অফিস থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন।

আবেদনকারীর তফসিল অফিসে আবেদনের পর থেকে সার্টিফিকেট ইস্যু পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টি অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া চালু করায় সম্পুর্ন প্রক্রিয়াটি জটিল হচ্ছে ও তাতে সময়ও বেশি লেগে যাচ্ছে। কিন্তু স্কুল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিক ইনকাম সার্টিফিকেট জমা করতে হচ্ছে। যার ফলে বিপাকে পড়েছেন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ।

কেননা ইনকাম সার্টিফিকেট এতই জরুরি অনেক সময় একদিনের মধ্যেই সার্টিফিকেট জমা করতে হয়। দেখা যাচ্ছে নতুন নিয়ম সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে একদিনের মধ্য সার্টিফিকেট ইস্যু করা কার্যত অসম্ভব। এছাড়া গ্রামীন সাধারণ নাগরিকরা অনলাইনে আবেদন করতে পারেন না। যার ফলে আবেদন করতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমজনতাকে।

সাধারণ প্রশাসনিকভাবে জনদুর্ভোগ এড়ানোর জন্য নতুন নির্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের নতুন প্রক্রিয়া চালু করায় জনদুর্ভোগ আর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া আবেদনের পর কোন টেবিলে কোন সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে জানানো যাচ্ছে না। আর এতে আরো বেশি বিপাকে পড়ছেন আমজনতা।

আবার অনেক সময় আবেদনকারী অফিস গিয়ে যোগাযোগ করতে চাইলেও অফিস বাবুরা সঠিকভাবে ব্যবহার করেন না। ফলে দিনের পর দিন জনদুর্ভোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এক আবেদনকারী একাধিকবার কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে ও বড়ো বাবুদের দেখা পাননি। ফলে জনদুর্ভোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ ব্যাপারে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের অফিসে কর্মরত ডিসিএম বিদ্যাসাগর জমাতিয়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন অনলাইনে আবেদন করতে গিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে ঠিকই তবে স্বচ্ছতার সঙ্গে, এ বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে আরো দ্রুত কিভাবে আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা যায় সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছে মহকুমা শাসকের অফিস।

রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পাভোট দেওয়ার অভিযোগে সরব বিরোধীরা

রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের দিন বুথ জ্যাম, ছাপ্পাভোট দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন বাম---কংগ্রেস জোটের নেতৃত্বে শামিল দুই দলের কর্মী-সমর্থকরা। তৃণমূলের সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে ভোটের পরদিন বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ ঘড়িমোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে বিরোধীরা। অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ মোহনবাটি এলাকায় রাস্তার দু'দিকে যানবাহন আটকে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে অবরোধ তুলতে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের বাগবিতন্ডায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এদিন প্রায় এক ঘন্টা অবরোধের পর বক্তব্য রাখেন জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহ, সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক তীর্থ দাস, সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য উত্তম পাল। অবরোধকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় ঘড়িমোড় এলাকায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার আইসি, ডিএসপি সদর সহ জেলা পুলিশের কর্তারা।

কংগ্রেস জেলা সম্পাদক তুষার গুহ বলেন, 'রায়গঞ্জ শহরের তিন-চারটি ওয়ার্ড বাদ দিয়ে ছাপ্পাভোট করা হয়েছে। তৃণমূল এখানে ভোট পরিচালনা করেছে। রায়গঞ্জের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়ালের বক্তব্য, 'কোনও ছাপ্পা ভোট হয়নি। বিরোধীরা এই উপনির্বাচনে হেরে যাবে বলে এই সমস্ত মন্তব্য করছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রায়গঞ্জের জন্য অনেক উন্নয়ন করেছেন। তার প্রেক্ষিতে মানুষ আমাদের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে।'

সিআরপিএফ কোবরা বাহিনীর বীর কমান্ডো শম্ভু রায়ের পিতা-মাতার হাতে কৃতি চক্র তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই: সিআরপিএফ কোবরা বাহিনীর বীর কমান্ডো শম্ভু রায়ের পিতা-মাতার হাতে কৃতি চক্র তুলে দিলেন দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বীর শহীদ শম্ভু রায় ছিলেন সিআরপিএফের কোবরা বাহিনীর ২১০ কমান্ডো সিটি/জিডি দায়িত্বে চাকরিরত। তার বাড়ি উত্তর জেলার ভাগ্যপুর গ্রামে। শম্ভুর পিতার নাম দ্বিজরাজ রায় এবং মাতার নাম অঞ্জলি রায়। তিনি চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন।

শম্ভু ২০১৫ সালে সিআরপিএফ বাহিনীতে যোগ দেন। তার জন্ম ১৮ জুন ১৯৯০ সালে এবং তিনি শহীদ হন ৩ এপ্রিল ২০২১ সালে। শম্ভুর পিতা জানান, ২০২১ সালের মার্চ মাসে তিনি ২০ দিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন এবং ১ এপ্রিল চাকরিতে যোগ দেন দলগাঁও প্রধান কার্যালয়ে। সেখান থেকে তাকে ছত্রিশগড় সিআরপিএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

শম্ভুর বাবার সাথে শেষ কথা হয় ১ এপ্রিল এবং ২ এপ্রিল তিনি সিআরপিএফ কমান্ডো বাহিনীর সাথে মাওবাদীদের ধরতে ট্যাকেলগড়া জঙ্গলে যান। ৩ এপ্রিল ট্যাকেলগড়া জঙ্গল থেকে ফেরার পথে তিন দিক থেকে মাওবাদীরা কমান্ডো বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। শম্ভু এবং তার তিন সঙ্গী গুলিবিদ্ধ হয়েও লড়াই চালিয়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই পাঁচজন মাওবাদীকে হত্যা করে ও একজনকে বন্দুকসহ জীবন্ত ধরেন। কিন্তু একটি বোমা শম্ভুর দেহে আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

এই এনকাউন্টারে মোট ২২ জন শহীদ হয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল কোবরা বাহিনীর ৮ জন। এই বীর সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শহীদ শম্ভু রায়ের মাতা-পিতার হাতে কৃতি চক্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

শম্ভুর সরকারি চাকরির অর্থে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে তার মা-বাবা শম্ভুর সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন সাজিয়ে রেখেছেন। বাড়ির পাশে একটি মন্দির তৈরি করা হয়েছে যেখানে শীঘ্রই শম্ভুর মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।